খণ্ড ১০, সংখ্যা ১১ | ভাবনগর | জুন ২০১৯
Vol. 10, No. 11 | BHĀBANAGARA | June 2019

অনুবাদ
ইংরেজি থেকে বাংলা
ইন্টারপ্রেটিং ফোকলোর

ফোকলোরে প্রক্ষেপণ

মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার আলোকে

অ্যালান ডান্ডেস

অনুবাদ : নূরুননবী শান্ত

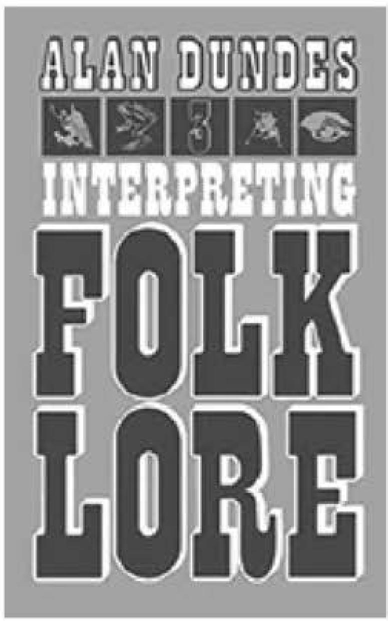

অ্যালান ডান্ডেসের ইন্টারপ্রেটিং ফোকলোর গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Translation
English to Bangla
Interpreting Folklore

Projection in Folklore

A Plea for Psychoanalytic Semiotics

Alan Dundes

Translation : Nurunnabi Shanto

Abstract

Projection as well as Projection Inversed has diverse role in Folklore study. Only list of collections and mere text printed will never help understanding content and context in light of the changing course of time – historical event or contemporary life style. And, the process of looking at folklore item/s from the point of views of the number of projections include the role of psychoanalytic semiotic for understanding not only in terms of words but also in metaphorical aspects and marked gesture. In fact, projection is functional not only in folklore study but also in analyses of any piece of literature, television series, and motion picture or living performances formal or informal. The author cited examples from theorists, fairytales, classic literature, science fiction, scientific milestone, nursery rhymes, practiced rituals and demonstrated projections and projection inversed with a very communicative simple style of flexible arguments. We learn – folklore itself may not be projection but it is illuminated with projection/s. Psycho-analytic semiotic has forces to contribute to folklore study.

ফোকলোরের বিশেষ মানে আছে—কেচ্ছাকারের হৃদয়ে, গাতকের মনে, ধাঁধা বলিয়েদের অভিজ্ঞতায়, এবং প্রদর্শনকারী রসিকজনের চিত্তে। ফোকলোরের একই উপাদান ভিন্ন ভিন্ন কেচ্ছাকারের কাছে বা ভিন্ন ভিন্ন রসিক দর্শক-শ্রোতার কাছে আলাদা আলাদা। একই আসরের দর্শকদের প্রত্যেকের কাছে এর মাজেজা ভিন্ন হতে পারে; একজন কেচ্ছাকারের নিজের জীবনের সময়ভেদে একই কেচ্ছার স্পষ্ট অর্থভেদ ঘটে। কিন্তু প্রবল নিষ্ঠায় অসংখ্য ফোকলোর-পাঠ সংগ্রহের সাফল্যের পর সাফল্য সত্ত্বেও, আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সাথে এই পাঠ বৈচিত্র্যের অর্থোদ্ধারের প্রতি মনোযোগ প্রায় দেয়া-ই হয়নি।

উনিশ শতকে এবং তার আগে, ফোকলোরকে *সক্রিয়* বা *জীবন্ত* না ভেবে বহু বছর ধরে একটি মৃতবৎ অস্তিত্ব ভাবা হতো, যা বর্তমানকালের মানুষের পৃথিবীতে আংশিক ক্রিয়াশীল। এমনকি সাম্প্রতিক ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দেও ফোকলোর জগতের মূল্যবান গ্রন্থ *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স*-এর লেখক রুথ বেনেডিক্ট পর্যবেক্ষণ করলেন, "ফোকলোর, আধুনিক সভ্যতার জীবন্ত সংকেত হিসেবে উত্তরজীবী হয়ে ওঠেনি" এবং "গভীরভাবে দেখতে গেলে ফোকলোর আধুনিক সভ্যতায় এক মৃতরেখা হয়ে আছে"।[১] কেউ অনুসন্ধিৎসু হলে, সহজেই ফোকলোর টিকে থাকার যথেষ্ট বিশ্বস্ত প্রামাণ্য উপাদান নিশ্চয়ই পাবেন। যেমন, আমাদের (খ্রিষ্টীয়) সেপ্টেম্বর নামের নবম মাসটির কথা একবার বিবেচনা করুন। এটি ল্যাটিন ভাষার সেভেন শব্দ থেকে উদ্ভূত (যেমন, অক্টোবর এসেছে এইট, নভেম্বর নাইন এবং ডিসেম্বর টেন থেকে)। শব্দের বুৎপত্তিবিদ্যাগত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে, যদি সেপ্টেম্বর সপ্তম মাস হয়, তাহলে বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি না হয়ে বরং মার্চ হবার কথা, এবং সত্যি বলতে, বসন্তকে প্রাক-নববর্ষের ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করাটা যথোচিত হয়, এই রূপক স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইউরোপে বছরের প্রথম মাসের পদবিটি জানুয়ারিকে দেয়া তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক নবধারা। যাইহোক, মূলকথা এই যে, ফোকলোর টিকে থাকাথাকির মধ্যে কালেভদ্রে সীমাবদ্ধ। সামাজিক প্রতিরোধের ফোকলোর এবং কম্পিউটারের ফোকলোর বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ফোকলোর *আসলে* আধুনিক বিশ্বে এক জীবন্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই আছে।

ফোকলোরের অর্থ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি বাধা এই বাস্তবতা যে, ফোকলোরের একটি বড় অংশই ফ্যান্টাসি বা অলীক কল্পনা, যৌথ কল্পনা বা সামষ্টিক কল্পনা। এখানে আমি সামষ্টিক অবচেতনার কোনো ইয়নিয়ান (Jungian) তাৎপর্যের দোহাই দিচ্ছি না। (সুইস মনঃচিকিৎসক ইয়ন/C. G. Jung-এর সামষ্টিক অবচেতনা তত্ত্বে মানবজাতির সামষ্টিক কল্পনা-প্রবণতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র ব্যক্তির যেমন আত্মা বা মন আছে, সমষ্টিরও মন আছে, বোধ আছে। তেমনি অবচেতনাও আছে। সমষ্টির অলীক কল্পনাও আছে। আছে সমষ্টিগত অজ্ঞানতা।– অনুবাদক) *The Motif-Index of Folk Literature*-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটি সহজেই দেখা যায় যে, বৈশ্বিকভাবে একইরকম বোধগম্য বর্ণনাত্মক উপাদান নেই বললেই চলে।[২] সম্পূর্ণ বিপরীতে, বেশিরভাগ বর্ণনাত্মক ঐতিহ্য সীমিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। ফ্যান্টাসি বা অলীক কল্পনার স্থানীয়করণ প্রায়োগিকভাবে প্রতিপাদনযোগ্য। ট্রলস (মানুষের মতো পারিবারিকভাবে জীবন-যাপন করা কাল্পনিক প্রাণি)-এর অস্তিত্ব কেবল স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেই আছে, আয়ারল্যান্ডে আছে ল্যাপ্রেশনস (পৌরাণিক পরী), *মেনেবিউন* (কল্পিত বামন মানুষ) শুধুই পলিনেশিয়াতে।[৩] একমাত্র ক্রিশ্চিয়ানদের ক্ষেত্রেই কুমারী মেরিকে প্রত্যক্ষ করার ঘটনা ঘটে, যাকে আমরা কল্পনাপ্রবণতার সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা হিসেবে বুঝে নিতে পারি। যারা মনে করেন, কল্পনাপ্রবণতার একটি উদাহরণ বৈশ্বিকভাবে আবেদনময়, তারা অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার আদিবাসীদের বা দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে পারেন না বললেই চলে। আসলে সকল জনজাতিরই ফোকলোর আছে এবং সেই অর্থে ফোকলোর বৈশ্বিক বটে। এমনকি বিশেষ কোনো ফোকলোর নানা ঐতিহাসিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে সাধারণ হিসেবে বিরাজ করতে পারে। তা সত্ত্বেও, সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণে সেই ফোকলোরেরও রূপভেদ পরিলক্ষিত হয়। যখন আমি ফোকলোরকে সামষ্টিক বলি, তখন আমি বোঝাতে চাই, একটি বিশেষ মিথ বা একটি লোকগান অনেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিরই জানা। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, সাধারণত অনেক ব্যক্তিই, ফোকলোরের একটি উপাদান সম্বন্ধে একইভাবে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনটি প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। তবে, সামষ্টিক বা যৌথ ফোকলোর ব্যক্তির কল্পনা থেকে ভিন্ন হয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে কল্পনাগুলো আংশিকভাবে একইরকম মনে হয়, কেননা সেগুলোতে শব্দগত মিলের সম্পর্ক থাকে। কিন্তু কোনো দ্বিতীয় পক্ষ যখন কোনো তৃতীয় পক্ষকে একই গল্প বলে তখন তা অনেক সময় যথেষ্ট কৌতুহল উদ্দীপক বা বোধগম্য নাও হতে পারে। অন্যদিকে, লোককাহিনি অপরাপর ফোকলোরের মতোই নানা সময়ের রুচিবোধ পেরিয়ে আসে এবং বারে বারে সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তির কল্পনা যেভাবে টেকসই হয়, তার ঠিক উল্টো প্রক্রিয়ায় লোকাহিনিকে টিকে থাকতে হলে বহু ব্যক্তি-মানুষের, সমষ্টির বা সমাজের মনঃজগতে অবশ্যই আবেদন সৃষ্টি করতে হয়।

ফোকলোবিদ বা অন্য যারাই ফোকলোর কেন্দ্রিক উপাত্ত বিশ্লেষণে রত, তারা সবাই ফোকলোরের কল্পনামণ্ডলীয় দিকগুলো নির্লিপ্তভাবে অবজ্ঞা করে গেছেন। এই পণ্ডিতবর্গ

বরং মনোযোগী হয়েছেন ফোকলোর সংগ্রহ, শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ (মহাফেজখানার তাকে তুলে রাখা), তুলনামূলক আলোচনা এবং এর প্রাচীন সগোত্র সংস্করণ অনুসন্ধানে। সার্বিকভাবে, ফোকলোর জ্ঞানচর্চার ইতিহাস হলো মোটাদাগে ফোকলোরকে এর মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করার ইতিহাস। আমি আক্ষরিক অর্থেই 'মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করা' বোঝাচ্ছি। ফোকলোরবেত্তাগণের সাধারণ অবস্থান হলো 'ফোকলোর' বিবেচনা করার সময় 'ফোক' (মানুষ)-এর রেফারেন্স উহ্য রাখা। একজন ফোকলোরবিদ যখন মোটিফ বা কেচ্ছা, শ্রেণি বা সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করছেন, অথবা একটি ফোকলোর পঠন (টেক্সট)-এর কাঠামোগত ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়াস পাচ্ছেন, তিনি চমৎকারভাবে এই সত্য ভুলে যাচ্ছেন যে, ফোকলোর মানুষে মানুষে যোগাযোগের ঐতিহ্যবাহী ফলিত মাধ্যম।

ফোকলোরবেত্তাদের উপর সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার প্রভাব কল্যাণকর হয়নি। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা রাজকীয় টার্মিনলজিতে ভরপুর এবং বিমূর্ত ফর্মুলেশনের প্রাদুর্ভাবে বিক্ষিপ্ত। বাস্তবিক উপাত্তের থেকে এই ফর্মুলেশনের অবস্থান মনে হয় যেন অনেক দূরে। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা বাহ্যত ভাষাচিহ্নের বিশ্লেষণে মনোযোগী হলেও, এই বিদ্যা উপাত্তের নানা দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে *মনঃসমীক্ষণ* প্রসূত অর্থের চেয়ে বেশি জোর দেয় *যৌক্তিক* অর্থের উপর। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা সাধারণত পঠনের গঠনপ্রকৃতির উপর যত্নশীল। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা সংশ্লিষ্ট পঠনের সম্ভাব্য মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ নিয়ে মাথা

ভ্লাদিমির প্রপ

ঘামায় না। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত কাঠামোবাদকে (স্ট্রাকচারালিজম) বর্ণনামূলক নৃকুলবিজ্ঞানের (এথনোগ্রাফি) অবিকল্প আবশ্যক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। কাঠামোবাদী বিশ্লেষণের ফলে আমরা হয়তো বুঝতে পারি *উদ্দিষ্ট কি*। তবে, এর মাধ্যমে *উদ্দিষ্ট কেন* ও *উদ্দিষ্টের অর্থ কি* তা বোঝা যায় না। বর্ণনামূলক নৃকুলবিজ্ঞানে আপত্তি করার কিছু নেই। তবে, যে উদ্দিষ্ট সম্পর্কে গবেষণা করা হয়, সে উদ্দিষ্টের প্রকৃতি জানা প্রয়োজন। বলার কথা শুধু এটুকুই যে, খাঁটি কাঠামোবাদ উদ্দিষ্টের বর্ণনা প্রদানের পর সেই উদ্দিষ্টের প্রকৃত বা কাল্পনিক গঠন উপাদানসমূহ এবং সেইসব উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করার যন্ত্রণাদায়ক কাজটি থামিয়ে দেয়। সংক্ষেপে, ফোকলোর বিদ্যায় শান দেওয়া ও ফোকলোরবিদ্যার শ্রেণিকরণের জন্য সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা প্রয়োজনীয় হলেও ফোকলোরের অর্থ অনুশীলনের কার্যে এর প্রয়োগিক যাথার্থ্য এখনও প্রমাণিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রপ (ভ্লাদিমির প্রপ)-এর গুরুত্বপূর্ণ *মিথলজি অফ ফোকটেল* ইন্দো-ইউরোপিয়ান *বণিক*দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অতুলনীয় ধারণা দেয়, কিন্তু প্রপ-এর 'একত্রিশ কার্যের চিত্ররূপময়তা' (অথবা কেনেথ পাইক অনুসারে আমি যার পুনঃনামকরণ করেছি *মোটিফেমস্*) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, রূপকথা বয়ানের প্যাটার্ন কেন প্রথম অবস্থান অধিকার করে টিকে থাকবে অথবা এগুলোর মানে কি - অবশ্য যদি আদৌ কোন মানে থেকে থাকে।[৫]

আমার বিশ্বাস, ফোকলোরবিদ্যায় (যা অভ্যাসবশত এক দশক ধরে নিজস্ব গতি রক্ষা করে চলেছে অথবা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করছে) কাঠামোবাদ প্রবহমান থাকার একটি কারণ হলো, ডায়াক্রনিক (সময়ের সাথে পরিবর্তনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাষাসংকেত বিশ্লেষণ করা) থেকে সিনক্রনিক (সমকালিক বা নির্দিষ্ট সময়ের অর্থের উপর গুরুত্ব দিয়ে ভাষাসংকেত বিশ্লেষণ) পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ফোকলোরের ফোকহীন গবেষণাকার্যে কোনো ঝুঁকি তৈরি হয়নি। প্রথমত, কাঠামোবাদ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারীদের কঠোর বিরোধী। এটি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক মাত্রাসমূহের আত্মদোষ স্বীকারের সামান্য সুযোগ দেয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু একসময় সবাই উপলব্ধি করেছে, একইরকম মনঃসমীক্ষণহীন দৃষ্টিভঙ্গি আরও থাকতে পারে। মোটিফ-এর *বিতরণ ছক* কষার বদলে বা মানচিত্রায়ণের উদ্ভট ছক প্রস্তুতকরণের বদলে—যেমনটা ফোকলোর বিদ্যার ইউরোপিয়ান মানচিত্রায়ণের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল—একই "প্রজাপতি"কে ভিন্ন ভিন্ন তক্তায় আটকে নিয়ে ব্যবচ্ছেদ করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক যুগে প্রজাপতি সংগ্রহ গুরুত্ব পেয়েছিল, কেননা, এর মাধ্যমে দেখানো যেত যে, প্রজাপতি এমন এক মধ্যস্থ মডেল যার দুই পাখা বৈপরীত্যের প্রতীক। এটাকে লেভি স্ট্রশিয়ন্স-এর বাইনারি ঝোঁক নিয়ে রসিকতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

অবচেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে কাঠামোবাদ (মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরম্পরা ইত্যাদির উপাদানগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা তত্ত্ব) নতুন প্রশ্নের দুয়ার খুলে দেয়, তবে আমার মতে, এটি অকার্যকর পদ্ধতি। এ কথা সত্য যে, ভাষার ব্যকরণ ও বাক্য গঠনের উপকরণ সজ্ঞানতাপ্রসূত নয় — একজন মানুষ তার

উক্তির ব্যকরণগত বা বাক্য গঠনগত নীতি সম্বন্ধে সজ্ঞান না হয়েও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণে পারঙ্গম হয়। তবে, এটি কদাচিৎ ফ্রয়েডিয়ান অবচেতনা, যেখানে (ভাষার) লোকাচারগত ট্যাবু দ্বারা প্রভাবিত উপকরণসমূহ অবদমিত ও লুক্কায়িত থাকে।

আমার যুক্তিতে ফোকলোরনিষ্ঠ কল্পনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবচেতনা সঞ্জাত অর্থ বহন করে। আসলে, এটি অবচেতনাময় হবারই কথা — ফ্রয়েডিয় জ্ঞানে — ফোকলোর এভাবেই কার্য করে। এর কার্যের মধ্যে একটি হলো সরাসরি সাধারণ প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করতে না-পারা জ্ঞানকে সমাজের প্রচলিত প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করা। কৌতুক, রূপকথা, লোকগান, প্রবাদ, শিশুসুলভ খেলা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি এ ধরনের প্রক্রিয়া যার ভেতর দিয়ে মানুষ উদ্বেগ নির্গমন করে। ব্যক্তি যদি সচেতনভাবে জানতো, সে যখন তার ঊর্ধতনকে বা জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকে কৌতুক শোনায় তখন আসলে সে কি করে (অথবা ঊর্ধতন বা জীবনসঙ্গিনী/সঙ্গী যদি সচেতনভাবে জানতো যে কৌতুক পরিবেশক কি করে), তাহলে সম্ভবত কৌতুক আর উদ্বেগ নির্গমনের উপায় হিসেবে গণ্য হতো না। এ ধরনের উপায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই, ফোকলোর সব সময় থাকবে, এবং নতুন নতুন উদ্বেগ নির্গমনের প্রয়োজনে নতুন নতুন ফোকলোরের জন্ম হবে — এক্ষেত্রে আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে, অফিস-কপিয়ার মেশিনকে ঘিরেও ফোকলোর সঞ্চারিত হয়।[৫]

অবচেতনার কারণে ফোকলোর-এর অর্থ সংক্রান্ত গবেষণা কঠিন হয়ে ওঠে, তবে, অসম্ভব হয় না। এটি কঠিন, কারণ, অর্থসংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাক্ষ্য জোগাড় করা সহজ নয়। তথ্যদাতা ভাষাকাঠামো যেমন ব্যাখ্যা করতে পারে না, তেমনি পারে না অবচেতনার সংকেতগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে। অধিকন্তু, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতির মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা আছে, তেমনি প্রতিযোগিতা আছে ভাষাসংকেত বিশ্লেষণের নানান ধারার মধ্যে। ফলে, তথ্যদাতা যেমন অর্থ বুঝিয়ে ফোকলোরবিদকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তেমনি পরে না ফোকলোরবিদের তাত্ত্বিক শিক্ষাগত জ্ঞান-নির্ভর অর্থকে সমর্থন করতে। তো, এক্ষেত্রে ফোকলোরের অর্থ অনুসন্ধান কীভাবে করা যায়?

সৌভাগ্যবশত, ফোকলোরে বিন্যাস ও বিধি আছে, এবং এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই অর্থের প্রতি আগ্রহী ফোকলোরবিদদের সহায়তা করতে পারে। জ্যাকবসন (রোমান জ্যাকবসন, রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক) ও বোগাতাইরেভ (পিটার বোগাতাইরেভ, রাশিয়ান নাট্যতাত্ত্বিক) কর্তৃক ১৯২৯ সালে নির্মিত *ভাষা (langue)* ও *বাচ্য (parole)*-এর মধ্যে স্পষ্ট সসুরিয়ান পার্থক্য ফোকলোরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৬] [সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দে সসুরের মতে, ভাষার শৃঙ্খলা না মেনে অর্থপূর্ণ বাচ্য (আমরা মুখে যা উচ্চারণ করি) অসম্ভব। তবে, বাচ্য বিশ্লেষণ করেই ভাষার তত্ত্ব নির্মিত হয়।— *অনুবাদক*] সুতরাং, একজন ফোকলোবিদের কার্য বা যোগাযোগ কার্য সেই ধরনের সাধারণ ফোকলোরগত নীতির সম্পর্ক স্থাপন করে। এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ব্যক্তির বাচ্যের কার্যের সাথে সর্বিকভাবে ভাষার। আমার বিশ্বাস, প্রতীকবাদ ঠিক এভাবেই কাজ করে, অর্থাৎ, ফোকলোরগত (প্রেক্ষাপটে) পঠনে কেউ প্রতীক প্রয়োগ করতে চাইলে প্রতীকের সাধারণ বিধির সাথে তা সম্পর্কযুক্ত

ফার্দিনান্দ দে সসুর

হয়ে পড়ে। এর মানে এই নয় যে, যেকোন একটি প্রতীক সর্বজনীন হবেই। আমি এমন কোন প্রতীকের খোঁজ পাইনি, যা সব জনগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত, যেমনটা আমি মিথের ক্ষেত্রেও পাইনি, অর্থাৎ, কোন মিথই সর্বজনীন নয়। আমি বলতে চাইছি, সংস্কৃতিগতভাবে আপেক্ষিক প্রতীক-বিধিতে একটি বিশেষ প্রতীকের প্রয়োগ হয়তো সঙ্গত হবে। আরও বলতে চাই, প্রতীক — চিহ্ন বা ইশারার বিপরীতে — বহু অর্থ বহন করতে পারে। (আমি জানি, কোনো কোনো ভাষাসংকেতবিদ প্রতীক (symbol)-কে চিহ্নের (sign) উপশ্রেণি বিবেচনা করে, কিন্তু আমি তাদের থেকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতেই পছন্দ করি)।

ফোকলোরের কিছু উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমি উপর্যুক্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। তবে তার আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষেপণ-ডিভাইস সম্পর্কে আলোকপাত চাই। মনোবিজ্ঞানে প্রক্ষেপণ বলতে সেই প্রবণতাকে বোঝায় যে প্রবণতার কারণে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তঃস্থ ধর্ম বা মনোভাব অপর ব্যক্তির কাছে বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রকাশ্য হয়। এই প্রবণতা হৃদয়াবেগপ্রসূত আচরণ, যা অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রণাদায়ক ও অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা যা আসলে ট্যাবু। অর্থাৎ, প্রকাশ্যে এর আলোচনা নিষিদ্ধ। এই বোধ এবং ব্যক্তিগত প্রবণতাগুণসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন থাকে না। ব্যক্তি

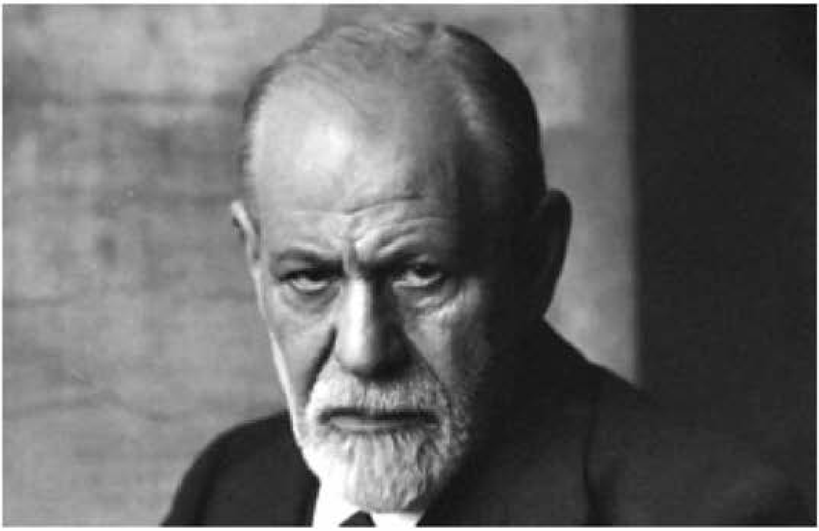

সিগমুন্ড ফ্রয়েড

বিষয়ের উৎস চিহ্নিত না করেই তার নিজের ভেতরে ট্যাবু ধারণ করে।[৭] উল্লেখ করা দরকার, চার্লস এস. পিয়ার্স এই প্রক্ষেপণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি মনে করি, এটি সম্ভবত সত্য যে অভিজ্ঞতার প্রতিটি উপাদান প্রথমত বহিস্থ বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি বিছানা থেকে ওঠার সময় বিছানার ভুল পার্শ্ব ব্যবহার করে, সে তখন যে বস্তুর দিকেই তাকায় সে বস্তুরই ভুল রূপ দেখতে পায়। এভাবেই সে নেতিবাচক মেজাজের অভিজ্ঞতালাভ করে।"[৮] এই উদাহরণটি হালকা হলেও যৌক্তিক। ফোকলোরের রেফারেন্স দিয়ে ফ্রয়েডও এ ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "সত্যি বলতে, আমি বিশ্বাস করি, সর্বাধুনিক ধর্মগুলোতে পৃথিবী সম্পর্কে পৌরাণিক ধারণার বেশিরভাগটাই *আর কিছু নয়, বহির্জগতের মনঃসমীক্ষণমূলক প্রক্ষেপণ*।"[৯]

আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই যে, প্রক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক মনোবিজ্ঞানে, তথাপি মনোবিজ্ঞানিরা ফোকলোরকে প্রক্ষেপণের আলোকে কালেভদ্রে বিবেচনা করে। যেমন, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত লিন্ডজে এর *প্রজেক্টিভ টেকনিকস ও ক্রস-কালচারাল রিসার্চ*-এ ফোকলোর কথাটিরই উল্লেখ নেই।[১০] মনোবিজ্ঞানীরা প্রক্ষেপণ সম্বন্ধীয় পরীক্ষার জন্য কিছু প্রযুক্তি প্রয়োগ করেন, যথা, ররস্বাচ পরীক্ষা (Rorschach Test) অথবা থিমেটিক অ্যাপ্রিসিয়েশন টেস্ট (টিএটি)। একজন ফোকলোরবিদ হিসেবে আমি বলতে চাই, এধরনের ডিভাইস আসলে কৃত্রিম অবরোহী প্রযুক্তি যা কিছু কিছু অপরিপক্ক সাবজেক্ট বিশ্লেষণের জন্য বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীর কতগুলো জনগোষ্ঠী ইঙ্কব্লট (কলমের কালির দাগ) ব্যাখ্যা করতে সক্ষম? এ প্রশ্ন করাই যায় যে, এই ধরনের পরীক্ষার ফলাফলের উপর কি পরীক্ষাকারীর ব্যক্তিত্বের

প্রতিফলন ঘটে (?)! ফোকলোর সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ই বটে। ফোকলোর প্রকৃত অর্থে প্রক্ষেপণযোগ্য হয়ে থাকলে এর প্রক্ষেপণের উপকরণগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির গভীর থেকে উৎসারিত হয়। কোনো বিশ্লেষণকারী ফোকলোর গবেষণায় রত হবার বহু বহু পূর্বেই সেই ফোকলোরের সৃষ্টি, সঞ্চারণ ও চর্চা শুরু হয়েছিল। ফোকলোর আসলে এক প্রকার আত্মজীবনীমূলক নৃকুলবিদ্যা। ফোকলোর হলো সংস্কৃতির দর্পণ। এটি প্রাকৃতিক প্রক্ষেপণ পরীক্ষা — মনোবিজ্ঞানিদের ডিজাইন করা কৃত্রিম পরিকল্পনা নয়।

কেউ যদি স্বীকার করে যে সংস্কৃতি-বিযুক্ত পরীক্ষা, প্রক্ষেপণ বা অন্যভাবে পরীক্ষা করা বলে কিছু হয় না, তাহলে তাত্ত্বিকভাবে সে ফোক প্রক্ষেপণ পরীক্ষা বা স্থানীয় পরীক্ষায় উৎসাহিত হবে। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ফোক উপকরণসমূহ সরবরাহ করবে। ফিনল্যান্ড বা আরও কোনো কোনো জায়গার নববর্ষ উদ্‌যাপনে 'সিসা গলানো' প্রথার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। নববর্ষে সিসা গলানো হয় এবং গলিত সিসা পানিতে ঢালা হয়। তারপর গলিত সিসা পানিতে জমে যে আকার ধারণ করে সেই আকার 'পাঠ' করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরবর্তী বছরের ভাগ্য অনুমান করা হয়। সিসার আকৃতি পাঠ করা অনেকটা ইঙ্কব্লট (কালির দাগ) পাঠ করার মতো। বাক্য সম্পন্নকরণ, শব্দ (word) সংশ্লিষ্টতা বা কাহিনি বয়ানের মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় একই ধরনের প্রতীক-এর ফোকলোরগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন, আমেরিকায় এক ধরনের পার্টিগেম খুব জনপ্রিয়, যেখানে এক 'ব্যক্তি'কে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পার্টির অপরাপর অংশগ্রহণকারীরা একটি গল্প বানাবে। সেই 'ব্যক্তি'কে বলা হবে যে খুব শীঘ্রই তাকে আবার ঘরে ডাকা হবে এবং তারা যে গল্প বানাবে সেটা সম্পর্কে তাকে অনুমান করতে বলা হবে। 'ব্যক্তি' বাইরে যাবার পর দলের সদস্যদের বলা হয় যে, আসলে কোনো গল্পই বানানো হবে না! 'ব্যক্তি' ফিরে এসে নিজের গল্প নিজেই বানাবে। কৌশলটা হবে এই যে, ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে কেবল "হ্যাঁ" বা "না" বলা হবে। কখন "হ্যাঁ" এবং কখন "না" বলা হবে, সেটা নির্ভর করবে 'ব্যক্তি'র প্রশ্নের শেষ শব্দের বানানে শেষ বর্ণটি স্বরবর্ণ (yসহ) নাকি ব্যাঞ্জনবর্ণ, তার উপর। তো, 'ব্যক্তি' যদি জিজ্ঞাসা করে, "Is it a story about me?" দলের সদস্যরা উত্তর দেবে, "হ্যাঁ"। 'ব্যক্তি' যদি প্রশ্ন করে, "Does it take place on earth?" তাহলে কেউ কোনো উত্তর দেবে না। (কোথাও কোথাও নিয়ম হলো, শেষ শব্দের শেষ বর্ণটি (ব্যঞ্জন) যদি বর্ণমালার মোট সংখ্যার প্রথমার্ধের (ইংরেজি বর্ণের ক্ষেত্রে প্রথম ১৩ টির) মধ্যেই হয়, তাহলে উত্তর 'হ্যাঁ' হবে এবং যদি শেষার্ধের মধ্যে হয়, তাহলে উত্তর 'না' হবে।) এই খেলায় আসলে যেটা ঘটে সেটা হলো, 'ব্যক্তি' যে-গল্পটি পুনর্নির্মাণ করে তার ভেতর দিয়ে 'ব্যক্তি'র নিজের ব্যক্তিত্বের নানা দিক ফুটে ওঠে। একজন মনোবিজ্ঞানি হয়তো বলবেন যে, 'ব্যক্তি' তার নিজের উদ্বেগ, চিন্তা, ইচ্ছা ইত্যাদি দলের লোকদের সংক্ষিপ্ত যান্ত্রিক উত্তরের ভিত্তিতে নির্মিত ন্যূনতম কাঠামোর উপর প্রক্ষেপণ করে।

উপর্যুক্ত পার্টিগেম এবং ফোকলোরের আরও যেসব উদাহরণ আমি এরপর আলোচনা করব সেগুলো সুপরিচিত উদাহরণ হবে। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হবে।

এধরনের দড়ি লাফানো খেলার সময় শিশুরা ছড়া বলে থাকে

সাধারণভাবে একজন নৃতাত্ত্বিক উচ্চমার্গীয় সংকেতবিদ্যাগত জটিল ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন যার থেকে সাধারণ পাঠক-গবেষক কিছুই নিশ্চিত হতে পারেন না। আবার সেই ব্যাখ্যাকে বাতিলও করতে পারেন না, কেননা, গবেষণাধীন সংস্কৃতিসংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য সেই নৃতাত্ত্বিকেরই উপাত্তের উপর নির্ভর করতে হয়। এই জন্যই আমি আমেরিকান ফোকলোর থেকে উদাহরণ দিতে চাই। আমার ধারণা এই উদাহরণের সাথে বেশিরভাগ আমেরিকানেরই ব্যক্তিগত সংযোগ আছে। দড়ি লাফানোর সময় বলা হয় এমন একটি ছড়াকে প্রথমে বিবেচনা করা যাক।[১১]

Fudge, fudge, tell the judge
Mama's got a newborn baby.
It ain't no girl, it ain't no boy
Just a newborn [or 'common' or 'plain ol' or 'ordinary'] baby.
Wrap it up in tissue paper
Throw (send) it down the elevator.
First floor miss
Second floor, miss, etc. [until the jumper misses]

(ঘোলদই ঘোলদই, কও কাজিরে
মায়ের হইছে ছাওয়া
বেটিছাওয়া নহে, বেটাছাওয়া নহে
হইছে একটা ছাওয়া

ন্যাকড়া দিয়ে প্যাচাও সেইটাকে
দেও ফালায়া আকাশ থাকি তাকে
ইস পড়ে নাই ইস পড়ে নাই
ইস... [যতক্ষণ না দড়ি পায়ে আটকে যায়])

এই ছড়ার অর্থ কি? আমরা কি দড়ি লাফানো খেলতে থাকা ছোট ছোট মেয়েশিশুদের বলবো এই পঠনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাদান করতে? আমরাই বা এর ভেতর থেকে কি অর্থ টেনে বের করবো? 'fudge' শব্দের অর্থ কি? এই স্থুল উপাত্তকে সংকেতবিদ্যা কীভাবে বিশ্লেষণ করবে? এখানে 'judge' কেন? কেবলই কি অন্তমিলের প্রয়োজনে? ফোকলোর সংক্ষিপ্ত কথায় অধিক তথ্য সরবরাহে সক্ষম। আমি মনে করি, একটি ফেকলোর পঠনের আধেয় যাই হোক না কেন তা অবশ্যই অর্থপূর্ণ। আমরা সেটা পুরোপুরি উপলব্ধি নাও করতে পারি। কেউ যখন সোজাসাপ্টা বলে যে ফোকলোর অযৌক্তিক অর্থহীনতাময়, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে। যদি এর কোনো অর্থ নাই থাকবে তাহলে অসংখ্য ব্যক্তি কেন এগুলো মনে রাখতে যাবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে? আমার কাছে পরিষ্কার মনে হয়, সংস্কৃতির যে উপাদান ঐতিহ্য হিসেবে লালিত হয়, ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে তার অবশ্যই অর্থ আছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দড়ি লাফানোর ছড়ায় ভাইবোনে খুনসুটি করার উপকরণ আছে। আগে জন্মানো নবজাতক পরে জন্মানো নবজাতককে হুমকি মনে করতে পারে, যেহেতু জন্মের পর থেকে সে মা-বাবার পূর্ণ মনোযোগ পেয়ে এসেছে এবং তার আরেকজন ভাই বা বোন জন্মানোয় মা-বাবা সেই নবজাতকের প্রতিও তাদের প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রদর্শন করবে, তাই আগে জন্মানো শিশু খানিকটা ঈর্ষায় ভোগে। আগে জন্মানো শিশু প্রায়ই এ ধরনের ইচ্ছা লালন করে, যেন তার মা নবজাতককে অত বেশি আদরযত্ন না করে। ফোকলোরে ইচ্ছামূলক চিন্তা ও ইচ্ছাপূরণের অপ্রকাশ্য ছলচাতুরি বেশ দেখা যায়।[১২] শিশুসুলভ ঈর্ষার ভিত্তিতে এরকমও ঈঙ্গিত পাওয়া যায় যে, (শিশুটি মনে করে) তার মা তার আরেকজন ভাই বা বোনের জন্ম দিয়ে অপরাধ করে ফেলেছে। এই অপরাধের ঈঙ্গিত ছড়াটির প্রথমেই পাওয়া যায়, যেখানে বলা হচ্ছে যে একজন বিচারকের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানানো উচিৎ (এবং সম্ভবত বিচারক এরকমই রায় দেবেন যে নবজাতককে ছুড়ে ফেলা হোক)! কিন্তু 'fudge' কেন? (ফাজ্ আমেরিকান শিশুদের কাছে জনপ্রিয় এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার যা চিনি, চকোলেট ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত, তবে বাংলায় এর বদলে 'ঘোল' ব্যবহার করলাম - কারণটা পাঠক বুঝবেন আশা করি।—অনুবাদক) 'fudge' এর রঙ ও বয়ন লক্ষ্য করুন এবং আপনি যদি ইনফ্যান্টাইল সেক্সুয়াল থিয়োরির (শিশুসুলভ যৌনতার তত্ত্ব) সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন, তাহলে এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পেতেও পারেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভূক্ত হবার আগের যুগে, আমেরিকার শিশুরা শিশুজন্মের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে খুব একটি জানতে পারতো না। মায়ের তলপেট ফুলে ওঠা দেখে প্রশ্ন করলে মা যখন জানাতো যে সেখানে তারই মতো আরেকটি শিশু জন্ম নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং শিগ্গিরই সে মায়ের

পেট থেকে বেরিয়ে এসে পরিবারে নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দেবে, তখন বিস্মিত শিশু প্রায়ই ভাবতো যে পেট থেকে অন্যকিছু যে পথে বাইরে বের হয়, অর্থাৎ, পায়ুপথে বেরিয়ে আসবে। মনঃসমীক্ষণমূলক লিটারেচারে নবজাতক ও মল নিষ্কাশনের সমীকরণ বিস্তর পাওয়া যায়। তবে, আমার মনে হয় না কোন ছোট্ট মেয়ে, যে দড়ি লাফানো খেলে, সে 'fudge' শব্দের এরকম কোনো ব্যাখ্যা দেবে। আরও উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে, কোনো একক পঠনে সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ন কালেভদ্রে ঘটে। আরেকটি শিশুদের ছড়া উল্লেখ করি, যদিও এটি দড়ি লাফানোর ছড়া নয়।

> Milk, milk, lemonade
> Around the corner, fudge is made.
> (দেও ছাড়িয়া লেবুর ফোটা দুধে
> ঘুটা দিলেই হয়া গেলো ঘোল)

এই ছড়া পরিবেশনের সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হাতের ইশারায় নারী শরীরের কয়েকটি স্থান (স্তন, যোনী ও পায়ুপথ) নির্দেশ করা হয়। যাইহোক, এই ছড়া যতটাই অরুচিকর ঠেকুক না কেন, শরীর থেকে নির্গত বস্তুনিচয় ও 'fudge'-এর সমীকরণকে বাতিল করা যায় না। এখন দড়ি লাফানোর ছড়া নিয়ে আবার ভাবলে হয়তো কিছুটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাবে। Wrap it up in tissue (toilet) paper/Throw (send) it down the elevator. এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় — নবজাতক আপনা-আপনি বেরিয়ে এসেছে (পায়ুপথে) এবং 'এটিকে ফেলে দিতে হবে' — টয়লেট-এলিভেটর ফ্ল্যাশ করে অদৃশ্য করে দেওয়া আর কি। লক্ষ্যণীয় যে, দড়ি লাফ খেলোয়ার যত বেশি দক্ষ, নবজাতককে ততো বেশি তলা (ফ্লোর) নিচে বা দূরে ফেলে দেওয়া হয়, এটিই হচ্ছে প্রতিপক্ষ ভাই বা বোনকে শাস্তি দেওয়া বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাবু করা।

তাই বলে এরকম ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যক নয় যে, পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। তবে, পিঠোপিঠি ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব নিরসনে মা-বাবা যেহেতু হস্তক্ষেপ করে বা এক সন্তান আরেক সন্তানের দিকে তেড়ে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সে কারণে এটি স্পষ্ট করে বলা যায়, এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিরোধের প্রকাশ খেলার ছলে ঘটে। নজাতককে হেয় করার জন্য আগে জন্মানো শিশুর ছড়া, মা-বাবাকে নিয়ে কটাক্ষপূর্ণ ছড়া কাটার মতোই স্বাস্থ্যকর। যেমন, Step on a crack (line); break your mother's (father's) back (spine) (ঘাটার ফাটায় পা ফেলেন/ মায়ের-বাপের পিঠ ভাঙেন)। প্রক্ষেপণের নিরিখে, এটি কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্ন যে, শিশুরা সাইডওয়াকের (ফুটপাথ) ফাটলে ইচ্ছে করে পা রাখে নাকি সেখানে পা রাখা সতর্ককতার সাথে এড়িয়ে চলে (?)। এবং, এই আচরণের সাথে শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিসম্পর্ক বা মা-বাবার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিসম্পর্ক নির্ণয় করার ব্যাপারটাও কৌতুহল উদ্দীপক বটে।

মা-বাবা সম্পর্কে শিশুদের প্রক্ষেপণ ছড়ার চেয়ে বর্ণনাত্মক ধারাতে অধিকতর

স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। রূপকথা বা লোককাহিনির কথাই ধরা যাক; এগুলো অবশ্যই শিশুতোষ গল্প এবং এগুলোতে ভাই-বোনের এবং শিশুদের সাথে মা-বাবার সম্পর্কের বিবরণ থাকে। পরিপূর্ণ বিদ্বেষ ফুটিয়ে তোলার জন্য "সৎ" (সৎ মা, সৎ বাবা, সৎ ভাই বা বোন ইত্যাদি) সম্পর্কের গল্পই বেশি সুবিধাজনক। রূপকথার কন্যাশিশু তার দুষ্টু সৎ বোন বা মায়ের প্রতি সহজেই বিদ্বেষ প্রকাশ করতে পারে। রূপকথায় কন্যাশিশু প্রধান চরিত্র হলে প্রতিপক্ষ হিসেবে তার দুষ্টু সৎ ভাই বা বোন অথবা সৎ মা থাকে অথবা ডাইনি রূপে প্রতিপক্ষ চরিত্র থাকে। রূপকথার প্রধান চরিত্র ছেলে হলে একইভাবে তার প্রতিপক্ষ থাকে দুষ্টু ভাই এবং অন্য কোনো পুরুষ খল চরিত্র কিংবা দৈত্য (যথা, ড্রাগন) অথবা দানব। প্রতীকী প্রক্ষেপণের ধরন তুলে ধরার জন্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রচলিত একটি রূপকথার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একদা, জ্যাক নামের এক বালক *তার মায়ের সাথে একা* থাকতো! এই গল্পের শুরুটা যে কাউকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে হতচকিত করে দেবে। বালক-কেন্দ্রিক রূপকথায় বাবাকে প্রয়ই মৃত বা হারিয়ে যাওয়া চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়। যার ফলে বালকটি বাস করতে থাকে তার *মায়ের সাথে একা*। (অপরপক্ষে, বালিকা-কেন্দ্রিক গল্পে হারিয়ে যাওয়া বা অসুস্থ মায়ের চরিত্র থাকে এবং বালিকাটি বাস করতে থাকে *বাবার সাথে একা*।) অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে, জ্যাক তার দুধেল গাভীটি এক বৃদ্ধের কাছে বেচে দেয় এবং বিনিময়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে শিম বীজ পায়। জ্যাকের মা জ্যাককে শিমের বীজগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিতে বাধ্য করে। (এখন প্রতিটি সংকেতের উপর মন্তব্য করা থেকে আমি বিরত থাকব)। পরের দিন, সেখানে (জানালার বাইরে) বিরাট শিমের গাছ দেখা দেয়। জ্যাকের মা সেই শিমের গাছ বেয়ে জ্যাককে উপরে উঠতে নিষেধ করে। কিন্তু জ্যাক সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। শিমগাছের উপরের দুনিয়ায়, এক মানুষখেকো দানব থাকে। এই দানব জ্যাকের বাবার সাথে খুব অস্পষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত — তা হলো, দানব জ্যাকের বাবার মূল্যবান সম্পদ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত। অলৌকিকভাবে, সেই উপরের দুনিয়াতে কেউ একজন জ্যাককে সাহায্য করে। দানবের বউ হচ্ছে সেই সাহায্যকারী। গল্পের এই জায়গাটি আপনাদের কাছে কি একটু অদ্ভুত লাগে? এই যে দুষ্টু দানবের বউ তার নিজের স্বামীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বালককে সাহায্য করছে? (এই ইডিপাসীয় প্রক্ষেপণে উর্ধের দুনিয়া মর্ত্যের দুনিয়ারই সম্প্রসারণ)। এই সূত্রে এটি মনে রাখা জরুরি যে, দানবের বউ জ্যাককে কোথায় লুকিয়ে রাখে — তার চুলার ভেতরে। (ইউরোপিয়ান ফোকলোরে চুলা বা চুল্লির সংকেত পূর্বাপর একইরকমভাবে উপস্থিত।[১৩]) ক্রিয়াবাচক শব্দ ফোর্নিকেট (*fornicate*)-এর morpheme বা রূপমূল বিবেচনা করুন, এবং মনে রাখুন, এই প্রেক্ষাপটে পোয়েটিক জাস্টিস বা কাব্যিক বিচার রূপকথার সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ (রূপকথা শ্রেণি ৩২৭এ) tale type 327A[১৪]-এর অন্তর্ভূক্ত। হ্যানসেল ও গ্রেটেল; গ্রেটেল এমন কৌশল করে যে ডাইনি নিজেরই চুল্লিতে পুড়ে মরে। এখানে, বোকা দানব বুঝতেই পারে না যে জ্যাক তার বউয়ের চুল্লিতেই লুকিয়ে থাকে। অবশেষে, দানব খুব কাছে থেকে অনুসরণ করা সত্ত্বেও, জ্যাক শিমগাছ বেয়ে ধাই ধাই

করে নেমে আসে। এদিকে, সেই মূহুর্তে, শিমগাছের নিচে কুড়াল হাতে অপেক্ষায় থাকে জ্যাকের মা। মায়ের হাত থেকে চকিতে কুড়ালটি নিয়ে জ্যাক শিমগাছের গোড়া কেটে দেয়। এর ফলে দানবের মৃত্যু ঘটে। গল্পটি এভাবে শেষ হয় — তারপর, জ্যাক সুখে-শান্তিতে *তার মায়ের সাথে*[১৫] বাস করতে থাকলো।

শিমগাছের আগা ও গোড়ার জগতে মাতৃপ্রশ্রয় পাওয়ার ঘটনার প্রক্ষেপণকে খল দানবের বিপক্ষে বালকের ইডিপাসীয় লড়াইয়ের জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জ্যাক ও শিমগাছ থেকে প্রক্ষেপণের আরেকটি উদাহরণের দিকে যাওয়া যাক। এই উদাহরণ ফোকলোর নয়, তবে এতে ফোকলোর-নির্ভরতা আছে এবং ফোকলোর-সংশ্লিষ্টতা আছে। এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে, প্রক্ষেপণ এমন এক ডিভাইস যা খাঁটি ফোকলোরের ঐতিহ্যিক ধারার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ঐতিহাসিক উপদানগুলোকেও কাজে লাগাতে পারে।

এক্ষেত্রে আমার মনে আসছে চাঁদে প্রথম অবতরণের কথা। তবে, আমার অনুরোধ, আমি যা বলবো তা যেন কেউ প্রথমবারের মতো মানুষের চাঁদে অবতরণের অসাধারণ বাস্তবতার তাৎপর্যকে খাটো করা হিসেবে ব্যাখ্যা না করেন। আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য শুধু এটিই দেখানো যে, আমাদের জীবনে ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণের ভূমিকা অনেকখানি — সেটা আমরা সচেতনভাবে বোধ করি আর না করি।

প্রথমত, প্রথম চন্দ্রাভিযানের যানের একটি নাম ছিল: অ্যাপোলো। এখান থেকে আমি যে প্রধান উপাত্ত আহরণ করতে চাই, তা হলো মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যায় আগ্রহী হিসেবে এই নির্বাচিত নাম ও সংশ্লিষ্ট প্রতীক। হয়তো এই বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ হবে যে, এটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি অংশ, তবে এই নামটি বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার পর ঠিক করা হয়েছে এমন নয়। তাত্ত্বিকভাবে শত শত নামের একটি নাম এই মিশনের জন্য পছন্দ করা যেত। অ্যাপোলো নামটি ঐতিহ্যিক পুরানের চেতন বা অবচেতন নামোচ্চারণ। সারা দুনিয়াতেই, মিথের ক্ষেত্রে আমরা মর্ত্যের বস্তুর উপর স্বর্গীয় বস্তুর প্রক্ষেপণ লক্ষ্য করি। এই আলোকে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে নক্ষত্রপুঞ্জ ও সেগুলোর নাম নিয়ে ররস্বাচ ধাঁচের (আমরা যা কিছু নতুন দেখি সেগুলোর প্রকৃত রূপ আমরা ধরতে পারি না, বরং পূর্বে জানা কাঠামো ও জ্ঞানের আলোকে আমাদের মগজ সেগুলোর অর্থ নির্মাণ করে। এ এমন এক ধরনের উপলব্ধি যেখানে সামগ্রিকতা খণ্ড উপাদানগুলির যোগফলের অতিরিক্ত।—অনুবাদক) এই প্রক্ষেপণে গবেষণা করা যেতে পারে। যেমন, গ্রহের নামের ক্ষেত্রে আমাদের (আমেরিকান) সংস্কৃতিতে পৃথিবীর অবস্থান শুক্রগ্রহ ও মঙ্গলগ্রহের মধ্যিখানে, প্রেম ও যুদ্ধের মাঝখানে, সম্ভবত জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি। পৃথিবী নামক গ্রহ কি ইশ্বর ও ইশ্বরী ভক্তদের আলাদা করে ফেলেছে, যেমনটা দেখা যায় ব্যাপক প্রচারিত ইডিপাসীয় আকাশ-পিতা ও পৃথিবী-মাতা মিথ-এ (মোটিফ A৬২৫, ওয়ার্ল্ড প্যারেন্টস; sky-father and earth-mother)[১৬]? যেখানে মানবজাতির বসবাসের স্থান করে দেওয়ার জন্য একজন সাংস্কৃতিক বীর পৃথিবী-মাতার সাথে সঙ্গমরত আকাশ-পিতাকে প্রবল জোরের সাথে *ঠেলে* উপরে পাঠিয়ে দেয়?

চন্দ্রাভিযানের প্রথম তিন জন– নীল আর্মস্টং, এডউইন অ্যালড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স

তো, চন্দ্রাভিযানে ফিরি। অ্যাপোলো কে? এবং তার সাথে চাঁদের কি সম্বন্ধ? অ্যাপোলো হলো সূর্য, ডায়ানার অর্থাৎ চাঁদের ভাই। পৌরাণিক দৃষ্টিতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে এক ভাই তার বোনের বুকে পা রাখে। শব্দার্থ বিজ্ঞানের সাথে ডায়ানার সংশ্লিষ্টতা কি? একটি হলো ডায়ানার কুমারীত্ব। তিনি অক্ষতযোনী। ঐতিহ্যগতভাবে তিনি সতী।

একবার এই প্রক্ষেপণের মেটাফোর চিহ্নিত করলে বিষয়ের সংহতি দেখতে পাওয়া সহজ হয়। অ্যাপোলো অভিযানকে অন্যতম প্রধান যে সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিল, সেটা হলো পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তিকে পরাভূত করে মহাকাশে উড্ডয়ন করা। এর জন্য যে শক্তি দরকার তার নাম thrust বা প্রবল ধাক্কা। মনে রাখতে হবে যে পৌরাণিকভাবে পৃথিবীর আরেক নাম 'মা'। তো, আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবী-মাতার অভিকর্ষ টান ছিন্ন করতে 'প্রবল ধাক্কা' প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। (রকেট-এর প্রতীকি অর্থ নিয়ে আমি এই মূহুর্তে কিছু বলবো না, বরং মনে করিয়ে দিতে চাইবো যে 'হস্তমৈথুন' শব্দটি বিদঘুটে শোনায় বলে আমরা শালীন বা ইউফেমিসটিক শব্দগুচ্ছ "to have a rocket in my pocket" ব্যবহার করতে পারি।) (আমার পকেটে রকেট, অথ্যাৎ পকেটে উত্থিত লিঙ্গ বা নারীদের ক্ষেত্রে পকেটে পুস্করিণী: অনু.)

চন্দ্র বিজয়ের কথা বলছিলাম। মানুষের প্রথম চন্দ্রাভিযানে অংশ নেয়া তিন নভোচারির নাম কি ছিল? নীল আর্মস্ট্রং। প্রথম নামটি আর্মস্ট্রং-এর কেন? বর্ণক্রমের কারণে? সেরকম হলে তো 'এ' বর্ণের পর 'এল' থাকার কারণে অ্যালড্রিন নামটি প্রথম আসার কথা। কিংবা নীল বিবেচনা করলে কলিন্স-এর নাম আগে আসার কথা।

চাঁদে প্রথম পা রাখা অ্যামেরিকান নীল আর্মস্টং

এর সাথে কি সেকালে কয়েক দশক ধরে আমেরিকায় জনপ্রিয় রেডিও অ্যাডভেন্চার সিরিয়াল-এর নায়ক জ্যাক আর্মস্টং-এর কোনো সম্পর্ক আছে? আবার এটিও কি হতে পারে যে আর্মস্ট্রং নামটির মধ্যে অতিরঞ্জিত শক্তিশালী (প্রবল বাহু) ভাব আছে? চাঁদে স্থাপিত ক্যামেরার কল্যাণে পৃথিবীবাসী কামাতুর চোখে দেখেছিল কীভাবে আর্মস্টং-এর পা ক্যাপসুল থেকে নেমে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদচিহ্ন আঁকে। এভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে চন্দ্রপৃষ্ঠে *প্রথম* পা রাখা মানুষের নাম আমাদের বর্ণমালার (ইংরেজি) *প্রথম* বর্ণ দিয়ে শুরু। এরপর কেউ কি মনে রেখেছে কে ছিল চাঁদে পা রাখা দ্বিতীয় ব্যক্তি? এর মানে হলো চাঁদের কুমারীত্ব একজনই ঘুচিয়ে দিয়েছে। ফলে, এরপরে কে কে চাঁদের কুমারীত্ব হরণ করলো—কি-করলো-না তা নিয়ে মাথাব্যাথা করে কাজ নেই। মোটের উপর, প্রথম (সমুদ্র) অভিযানে জাহাজের হালে প্রথম শ্যাম্পেনের বোতল ভাঙ্গার মতো ব্যাপার। একবার যখন নভোচারীরা চাঁদের বুকে আমেরিকান পতাকা উত্তোলন করলো — এর প্রথাগত মানে হলো আমেরিকান নভোচারি আর্মস্ট্রং-এর মাতৃভূমি (বা পিতৃভূমি) মহাকাশের এক কুমারী ভূমির (উপগ্রহ) দবিদার হয়ে গেলো। আমরা একই

প্রক্ষেপণ পেতে পারি আমেরিকার অতীত প্রজন্মের অভিযাত্রীদের মধ্যে, যারা হেনরি ন্যাশ স্মিথ-এর বিবেচনায় "কুমারী ভূমি/দেশ/রাজ্য"[17] জয় করেছিলেন। নভোচারিরা চন্দ্রবিজয়ের স্মারক হিসেবে কি নিয়ে এসেছিল? চাঁদের পাথর। এই প্রেক্ষাপেটে, এই বিরাট অভিযানযজ্ঞ তাহলে পরিচালিত হয়েছিল কুমারী চাঁদের পাথরখণ্ড নিয়ে এসে বন্ধুদের প্রদর্শনের জন্য — এক অতি পৌরুষোচিত স্বপ্ন সত্যি হলো! আমেরিকানরা অবশ্যই রাশিয়ানদের আগেই চাঁদে অবতরণ করতে চেয়েছিল! আমি এখানে যে চিত্র তুলে ধরলাম সেটা কিন্তু সব সংস্কৃতিতে প্রযোজ্য নয় — কোনো কোনো সংস্কৃতিতে চাঁদকে নারী হিসেবে বিবেচনা না করে পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমেরিকান সংস্কৃতিতে চাঁদ অবশ্যই স্ত্রীবাচক। চাঁদের সাথে এমনকি একটি গাভীর মাতৃকুলীয় সম্বন্ধ আছে, যে গাভীটি চাঁদের উপর দিয়ে লম্ফ দেয়; অথবা চাঁদ সবুজ পনিরের তৈরি। 'ম্যান ইন দ্যা মুন'-এর কল্পচিত্র জরায়ুস্থিত আদর্শ অস্তিত্ব নির্দেশ করে। চাঁদের মাতৃ কুলীয় পরম্পরা ইডিপাসীয় প্রক্ষেপণের নির্দেশক এবং ইংরেজি ভাষায় অ্যাপোলো নাম নির্বাচন করার মাধ্যমে sun/son নিয়ে হমোনিমিক পান (homonymic pun অর্থ সমোচ্চারিত শব্দসমূহের অর্থগত বিভিন্নতার মজা। যেমন, see এবং sea উচ্চারণের দিক থেকে একই হলেও অর্থ আলাদা। অনু.) বা ফান (কৌতুক) করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং, এই (অ্যাপোলো) sun/son পৃথিবী-মাতার বুক থেকে ছুটে গিয়ে চাঁদের (বোন, মা) কুমারীত্ব ঘোচানোর ব্যাপারকে আমেরিকান ফ্যান্টাসির সাথে বেশ সম্পর্কযুক্ত বলে ভাবা যায় — চন্দ্রাভিযানের খাঁটি বৈজ্ঞানিক দিকগুলোকে সর্বোতভাবে মেনে নিয়েও এই ভাবনাগুলোর যৌক্তিক মূল্য দিতে হয়।

চন্দ্রাভিযান আমাদের সামনে ফোকলোর ও ইতিহাসের পরস্পর বিজড়িত রূপ হাজির করে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ও চরিত্ররা প্রক্ষেপণমূলক কাল্পনিক নভোযানের এক-একেকটি নোঙ্গর হিসেবে ধরে নেয়া যায়। আমি মনে করি, অনেক ঐতিহাসিক যে উপাদানগুলোকে কৃত্রিম বা অযৌক্তিক হিসেবে চিহ্নিত করেন, সেগুলোকে বাতিল বা অস্বীকার করার মতো মারাত্মক ভুল করেন। ফোকলোর — ফোক বিবৃতির উপদান হিসেবে "ফোকলোর (কেবল) এটাই" ধরনের শব্দগুচ্ছের কথা ভাবুন — অর্থ তাহলে অশুদ্ধতা, অর্থাৎ, সব রকম শুদ্ধ ইতিহাসের আকর উপকরণ থেকে যা আগাছা হিসেবে সযত্নে উপরে ফেলতে হয়। একজন ফোকলোরবিদ হিসেবে আমি লোক-বয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে শিখেছি এবং শিখেছি তাদের ব্যবহৃত শব্দ (word) ও চিন্তার ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথা মাথায় না নিয়ে ইতিহাস নিয়ে ভাবতে। যা ঘটেছে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে, এটা একটুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কী ঘটেছে বলে লোকেরা মনে করে বা কি ঘটে থাকতে পারে বলে লোকেরা বিশ্বাস করতে চায়। ফোক ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের চেয়ে ফোক সম্বন্ধেই বেশি ধারণা দেয়, এবং অবশ্যই এটা জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, জর্জ ওয়াশিংটনের ফোক ইতিহাসে তাঁর বাবার সাথে সৃষ্ট — শিমগাছ নয়, কেটে ফেলা হবে চেরিগাছ — বিষয়ে বিখ্যাত মতদ্বৈততার উল্লেখ পাওয়া যায়। আসলে, এই চুটকিতে পুত্র জর্জ পিতার

জর্জ ওয়াশিংটন ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে চুটকির চিত্র

ভূমিকা পালনকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এরকম কেন ঘটে, যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট কোস্টের বহু বিছানায় ঘুমানোর জন্যও জর্জ ওয়াশিংটন বিখ্যাত হন? প্রতীকগুলো এমন হয়ে ওঠে যে কেবল এরকমটাই মনে হয়, জর্জ ওয়াশিংটন এসব জায়গায় ঘুমিয়েছেন; খাওয়া-দাওয়া করেননি, পান করেননি বা আশেপাশে কোথায় পরিদর্শনও করেননি। অবশ্যই, যদি তাকে আমেরিকার *পিতা* হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সঠিক ক্রিয়াবাচক শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে — যেমনটা করা হয়েছে তাঁর উঁচু মূর্তির বিশেষ ভঙ্গির ভেতর দিয়ে, তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য।[১৮]

তবে, এই প্রক্ষেপণ আলোচনার কোন সঠিকতা থাকতে পারে কি? আমি অনুমান করতে পারি, সবচেয়ে প্রকট আপত্তি কি হতে পারে। পাঠক হয়তো চাঁদে অবতরণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এর সাথে অ্যাপোলো-ডায়ানা বা ভাই-বোনের অজাচারি সম্পর্ক ইত্যাদির কথা হয়তো তাদের মাথায় আসেনি। কেউ হয়তো চাঁদে প্রথম অবতরণকে চাঁদের সতীত্ব হরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করার কথা ভাবেননি। যদি কারো মধ্যে কোন উদ্বেগ দেখা দিয়ে থাকে, তা সম্ভবত নভোচারিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। কিন্তু, উদ্বেগের বাড়াবাড়ি তো ছিল। অনেকেই চন্দ্রে অবতরণের ঘটনা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। বরং, তারা মনে করেন যে পুরো ব্যাপারটি একটি কল্পনাপ্রসূত টেলিভিশন অনুষ্ঠান মাত্র। চন্দ্রে সফল অবতরণের দৃশ্য দেখার সময় অনেকেরই মানসিকভাবে আক্রান্ত হবার প্রমাণ আছে।[১৯] এখানে আমি আবারও সেই গুরুত্বপূর্ণ

পয়েন্ট মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণ সবসময় না হলেও প্রায়ই অচেতনতা প্রসূত। কালেভদ্রে এই প্রক্ষেপণ সচেতনায় স্বীকৃত হয়। আমি খুব আমোদ পাই যখন শুনি যে সম্ভাব্য সমালোচকরা বলছেন, ইডিপাসীয় সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা খাটে না, কেননা, ইডিপাস তো আর *জেনেবুঝে* তার বাবাকে হত্যা করে মাকে বিয়ে করেনি। অবশ্যই, সচেতনায় জেনেবুঝে করেনি। একেবারে মোক্ষম কথা। অবচেতনা বাহিত হয়ে এই চিন্তা চেতনার মনোদিগন্তে উপনীত হয়। মনের (সাইকি) জন্য এটা কঠিন ও বেদনাদায়ক। বেশকিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি হলো প্রক্ষেপণ যা উদ্বেগের কারণ প্রদর্শনের পর্দা বা স্থান হিসেবে কাজ করে এবং এ কারণেই ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণ মানসিক স্বাস্থ্যের অপরিহার্য মানবিক সাধনা।

যে ফোকলোরবিদগণ ফোকলোরের মানে খোঁজেন, তাদের জন্য সংকেত ও প্রক্ষেপণের অচেতনা এক শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ। তবে, অচেতনায় প্রবিষ্ট উপকরণ অচেতনা থেকে বের করাও যায়। অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণের গবেষণাকর্মে সহায়ক, এবং সেটি হলো "আক্ষরিক অর্থ ও রূপক অর্থ" নিয়ে খেলা করা। একবার প্রক্ষেপণের রূপকগুলোকে আক্ষরিক অর্থে দেখা অথবা, মন চাইলে, আক্ষরিক বিবরণকে রূপক হিসেবে বিবেচনায় নেয় — এই পদ্ধতিতে ফোকলোরের অচেতনাগত উপদানগুলোর সবচেয়ে ভালো পাঠোদ্ধার করা যেতে পারে। আমেরিকানদের বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বিষয়টি আমি স্পষ্ট করতে পারি। এ সংক্রান্ত আচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বিয়ের কনে তার পুষ্পস্তবক উপস্থিত নারী অতিথিদের দেখাবেন। এই রীতি পালনের অর্থ কি? এক্ষেত্রে আমি আমার দৃঢ় প্রতীতি পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে, সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার চূড়ান্ত মনোযোগ অর্থের দিকে। কেউ হয়তো আমেরিকান বিবাহের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং বর ও কনে, কিংবা বিবাবিহ ও অবিবাহিত ইত্যাদির দুই প্রকার বৈপরীত্য চিহ্নিত করতে পারেন, কিন্তু সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ সংক্রান্ত আচারের সাংকেতিক, প্রক্ষেপণমূলক দিকসমূহ বিবেচনায় না নিচ্ছে, ততক্ষণ এটা বিশ্লেষণমূলক কাজের বিপরীতে বিশুদ্ধ প্রতিবেদন কৌশলের বেশিকিছু হবে না। বিয়ের পুস্পস্তবক ছুড়ে দেওয়ার ভেতরে আছে এক সদৃশাত্মক ইন্দ্রজাল এবং রূপক বা ছোঁয়াচে ইন্দ্রজালের মতো আক্ষরিকতার রূপকীয় রূপান্তর যা উপমার অনুরূপ। বেশিরভাগ কাব্যিক বক্রোক্তির ঐন্দ্রজালিক কাঠামো রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, Synecdoche বা লক্ষণা ঐন্দ্রজালিকতা চর্চার *pars pro toto* (অংশবিশেষ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কিছু চিহ্নিত করা, যেমন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বোঝাতে শুধু বাংলাদেশ, দ্য কিংডম অফ দ্য নেদারল্যান্ডস বোঝাতে 'হল্যান্ড' বলা ইত্যাদি।—অনুবাদক) নীতির সমীল। রূপকের আক্ষরিক অর্থকরণের ক্ষেত্রে, পুষ্পস্তবক ছুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে কনে যেন নিজেই পুষ্পহীন (*deflowered*) হবার বা পুষ্পহীন হতে চাওয়ার ইঙ্গিত দেন। এটা কৌতুহল উদ্দীপক যে, কনের কাছ থেকে পুষ্পস্তবক একবার বিচ্ছিন্ন হলে সেটা ছোঁয়াচে ইন্দ্রজালের উদাহরণ সৃষ্টি করে, কেননা, যে ভাগ্যবতী অবিবাহিত নারী সে পুষ্পস্তবক ধরতে পারে, তিনিই হবেন পরবর্তী বিয়ের কনে।

সিন্ডারেলার জুতা নিয়ে যে গল্প প্রচলিত তার চিত্র

আমেরিকান ফোকলোরে রূপকের আক্ষরিক অর্থকরনের আরও কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরতে পারি। আমেরিকান কুসংস্কার অনুসারে বলা হয়ে থাকে যে জন্মের পরপরই নবজাতককে কোলে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে সেই নবজাতক বড় হয়ে দুনিয়ায় উপরের দিকেই থাকবে, অর্থাৎ, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে যাবে। "পৃথিবীতে উপরে ওঠার" রূপক এইভাবে আক্ষরিক অর্থে পালন করা হয়। রূপকের আক্ষরিক অর্থকরণের এই ঘটনা রূপকথার ক্ষেত্রেও ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, রূপকথা শ্রেণি ৩১১ এর *উদ্ধারকর্তা বোন* বা *রেসকিউ বাই দ্য সিসটার* গল্পে এক নিষিদ্ধ কামরার বিবরণ আছে। আপনাদের অনেকেই নিশ্চয় মনে করতে পারবেন, গল্পের নায়িকা নিষিদ্ধ দরোজা খোলার সাথে সাথেই একটি ডিম বা চাবি রক্তাক্ত হয়ে যায়। নিষিদ্ধ দরোজা খোলার সাথে সাথে ডিম বা চাবির রক্তাক্ত হবার প্রতীকী ঘটনাকে (বিয়ের কনের) পুষ্পহীন হয়ে ওঠার প্রক্ষেপণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কামরার ভেতরে নায়িকা যা অবলোকন করে, সেটাও কৌতুহল উদ্দীপক। সাধারণভাবে নায়িকা সেখানে তার বড়বোনের কবন্ধ দেহ দেখতে পায়। আমার ভুল না হলে, এক্ষেত্রে, কবন্ধ নারীদেহের রূপক আক্ষরিকভাবে নারীর কুমারীত্ব বর্জনের অবস্থাই প্রকাশ করে!

ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণে রূপকের আক্ষরিক অর্থকরণ সংক্রান্ত আরও ভালো উদাহরণ আছে নার্সারি রাইম বা শিশুতোষ ছড়ায়। "এক ছিল বুড়ি যার জুতোর

ভেতর বাড়ি; বুড়ি অনেক শিশুর মা, কি করা যায় তাদের নিয়ে, বুড়িমা জানতো না"। এক নারীর জুতোর ভেতরে বসবাস এবং তার অনেক শিশু থাকার মধ্যে কি এমন যোগসূত্র থাকতে পারে? এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি, জুতো ও বিবাহের মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র আছে। একটি কাচের চপ্পলে সিন্ডারেলার পা ঠিকঠাক প্রবেশ করানোয় সিন্ডারেলাই কেবল যুবরাজকে আমোদিত করেনি, আমেরিকান সংস্কৃতিতে নববিবাহিত দম্পতির মধুচন্দ্রিমা যাত্রায় গাড়ির বাম্পারে পুরোনো জুতো বেঁধে নেওয়াটা আজও অব্যাহত আছে। সিন্ডারেলার গল্পের ক্ষেত্রে (রূপকথা শ্রেণি ৫১০এ) খুব কম সংস্করণেই কাচের জুতোর উল্লেখ আছে। ১৮৯২ সালে গবেষণা করতে গিয়ে জনাব কক্স সিন্ডারেলা বিষয়ক গল্পের ৩৪৫ টি সংস্করণ ঘেটে মাত্র ৬ টি সংস্করণে কাচের জুতোর উল্লেখ পেয়েছেন। তবে, সিন্ডারেলার পেরল্ট (চার্লস পেরল্ট, ফরাসি কবি ও কাহিনিকার) সংস্করণে কাচের জুতোর উল্লেখ সবচেয়ে বেশিবার পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে এই উপাদানের জনগ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করা যায়। চপ্পল আসলে কাচের তৈরি ছিল না। এটা আসলে ফরাসি শব্দ "vair"-এর ভুল অনুবাদ। "vair" অর্থ আসলে এক প্রকার পশম[২০] — এই যে তত্ত্ব দেওয়া হয় সে বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে এর থেকে অন্তত এটা বোঝা যায় যে, ফোকলোর বিশ্লেষণে ততটাই প্রতীকী প্রক্ষেপণ অন্তর্ভূক্ত হয় যতটুকু প্রতীকায়ন ফোকলোরে থাকে। জুতোর সাথে শিশু সন্তান ও বিবাহের সম্বন্ধের রহস্য কিছুটা উন্মোচিত হয় ১৮৯০-এর দশকে পাওয়া অজার্ক (উত্তর আমেরিকার অজার্ক পর্বতমালা) এর একটি ছড়ায় যার শিরোনাম *মা হাঁস*। "আরেক বুড়ি ছিল; যার জুতোর ভেতর বাড়ি; তার ছিল না একটিও সন্তান; জানতো বুড়ি; কী তার করণীয়"। প্রতীকায়নের সামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়। নার্সারি ছড়া, রূপকথার গল্প এবং বিবাহোত্তর আচারে একইরকম প্রতীকী সমীকরণ দেখা যাচ্ছে। এর থেকে এই সমর্থন মেলে যে প্রতীকের প্যাটার্ন নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে একই। আরও কিছু সম্পূরক উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন, Cock a doodle doo; My dame has lost her shoe [একজন শল্যবিশারদের জন্য এটা একটা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ]; Her master's lost his fiddling stick; And knows not what to do. [তার (নারী) প্রভূর ভূয়া লাঠি নাই; এখন তিনি কি করিবেন ভাই]।"[২১] অতএব, এটা হতেই পারে যে, বিবাহ-অনুষ্ঠানের অতিথিরা গাড়ির বাম্পারে জুতো বাঁধার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। তবে, তার মানে এই নয় যে যুগ যুগ ধরে এই টিকে থাকা প্রথা "অর্থহীন"। বিবাহের গাড়ি জুতো বহন করে, ঠিক যেমন বর কনেকে কোলে করে নিয়ে তার বাসগৃহের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করায় — এই প্রথা সম্ভবত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক সূচনার সফল রূপক।

যাই হোক, আমার ভয় হচ্ছে, এই গবেষণা-নিবন্ধে আমি সম্ভবত যৌনতা-সংশ্লিষ্ট প্রতীকতা একটু বেশিই প্রয়োগ করে ফেললাম। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, আমি *সেমিওটিক্স* বা সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার অর্থ খুব বাজেভাবে বিকৃত করেছি। অনেকটা কেলেঙ্কারিময় ("scamy") বৈজ্ঞানিক গবেষণা! সেক্ষেত্রে বলতে চাই, ফোকলোরে প্রক্ষেপণ যৌনতার মধ্যে অবশ্যই সীমাবদ্ধ নয়। যেকোনো উদ্বেগ-উৎস প্রক্ষেপণীয়

পদ্ধতিতে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন, আধুনিক নগরীয় উপকথাতেও প্রক্ষেপণ কাজ করতে পারে। এই ধরনের এক উপকথা মোতাবেক, ছুটির সময় পারিবারিক ভ্রমণে বয়স্ক দাদিমাকে সঙ্গে নেওয়া রেওয়াজ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।প্রত্যন্ত কোথাও বেড়াতে গিয়ে দাদিমার মৃত্যু হয় এবং পরিবারের সবাই বাধ্য হয় ছুটির ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করতে। দাদিমার মৃতদেহ ভক্সওয়াগনের ছাদে বেঁধে নিয়ে পরিবার বাড়ির পথ ধরে। পথিমধ্যে পরিবারের লোকেরা খাওয়ার জন্য থামে। তখন দাদিমার মৃতদেহসমেত গাড়িটি চুরি হয়ে যায়। মৃতদেহ হারিয়ে যাওয়ায় মৃতের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ভৈষয়িক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যায়। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, এই উপকথায় বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি এবং মৃত্যুপ প্রতি আমেরিকাবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তাদের ইচ্ছামূলক চিন্তা এই যে দাদিমাদের মরে যাওয়া উচিত এবং তার মৃতদেহের সৎকারকার্য অন্য কেউ করুক। আমার দুবৃত্তায়িত বাগধারা ব্যবহারে কারো আপত্তি না থাকলে উৎপ্রেক্ষার আক্ষরিক অর্থকরণের দিক থেকে বলা যায়, দাদিমাকে "বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়"। দাদিমার মৃত্যু কামনার ভেতর দিয়ে এটাও প্রকাশিত হয় যে দাদিমার ইচ্ছাপত্র (will) বাস্তবায়নে বিলম্ব প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

একইভাবে, মেডিকেল কলেজে প্রচলিত কৌতুকমূলক উপকথাতেও প্রক্ষেপণ আছে। উপকথায় বলা হচ্ছে, একদল শিক্ষার্থী একটি টোল-সেতু পার হচ্ছিল। টোলবুথ অ্যাটেডেন্ট দাঁড়িয়ে ছিল সেতুর মুখে। শিক্ষার্থীরা অ্যাটেডেন্টের হাত থেকে, এক বিশীর্ণ মড়া হাতের মুঠো থেকে, একটি কয়েন (মুদ্রা) নিল এবং মৃত টোলবুথ অ্যাটেন্ডেন্ট দেখে বিস্মিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মনে উদ্বেগ ছিল—অন্তত প্রাথ মিক পর্যায়ে—এই উদ্বেগ যে কীভাবে শীর্ণ (অসুস্থ) দেহ নিয়ে তারা কাজ করবে অথবা কীভাবে তাদের ভবিষ্যৎ রোগীদের স্বাস্থ্যের মূল্যে তারা জীবনপথের টোল পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। কেননা, রোগীর অপারেশনের ব্যায় বাবদ রোগীর পরিবারের অনেক খরচা হয়ে যাবে—অপরেশন সফল হোক বা না-হোক। ডাক্তারদের নির্লিপ্ত হবার শিক্ষা নিতে হয়, কেননা, রোগীর সমস্যা সমাধানে রোগীর হাত বা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে দিতে হয় এবং ডাক্তারি পেশা আর্থিকভাবে লোভনীয়। এই গল্পের প্রক্ষেপণ লক্ষ্য করুন, বাইরের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মড়া টোলবুথ অ্যাটেন্ডেন্ট-এর কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার ভয় ও আতঙ্কের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের অন্তঃস্থ উদ্বেগ।[২২]

ফোকলোরীয় ফর্মে প্রকাশিত আরেকটি উদ্বেগ-উৎপাদক সমস্যা হলো বর্ণবাদ। সংক্ষেপে লোকগান 'জন হেনরি' বিবেচনায় নেওয়া যাক। এই বিশ্বময় জনপ্রিয় লোকগানে এক কালো স্টিল-ড্রাইভারের বিষণ্ন গল্প আছে। তিনি বাস্পীয় ড্রিল নিয়ে বীরোচিত লড়াইয়ে রত হয়েছেন। লড়াইয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। কিন্তু এই জয় *পিরিক* (প্রাচীন গ্রীকদেশের বিষাদ-নৃত্য বা বিলাপমূলক কবিতা) বা বেদনাদায়ক, কেননা লড়াইয়ে জয়লাভ করতে জন হেনরিকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। আমার পরিচিত এক সাদা গাত্রবর্ণের মিডল-ক্লাস স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জন হেনরি'

জন হেনরি

গানটিকে তারা আফ্রো-এশিয়ান ফোকলোরের উদাহরণ হিসেবে ক্লাসরুমে ব্যবহার করেন। তারা এই শোকগীতিতে ফুটে ওঠা মানুষ বনাম মেশিনের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের প্রতিফলন পছন্দ করেন। ভালো কথা। কিন্তু, প্রক্ষেপণ হিসেবে, সাদা মানুষদের প্রথাগত বিবেচনাপ্রসূত কালো মানুষদের থেকে জন হেনরি আসলে খানিক বেশি। জন হেনরি শক্ত-সমর্থ। সাদা মনিবের সম্পূর্ণ অনুগত, এবং সাদা মনিবের কাজ করতে গিয়েই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি আসলে একজন "সুবোধ নিগ্রো"-এর প্রক্ষেপণ। এমনকি মৃত্যুর মুখেও তিনি হাতুড়ি হাতছাড়া করেন না — দক্ষিণের সাদা নারীত্বের জন্য তা বলে এটা কোন হুমকি নয় *(আমেরিকায় দাশপ্রথা বিলুপ্তির পর, দক্ষিণাঞ্চলের সাদা নারীরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান অবনয়নের আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হয়। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে বাড়ির মেয়েরা বাইরের কাজ করবে না। তাদের প্রধান কাজ সন্তান লালন-পালন করা। এই বিশ্বাসও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে কেননা দাসরা স্বাধীন হবার পর হোয়াইট প্লান্টেশন প্রকল্পের কাজের ভার সাদা নারীদেরও নিতে বাধ্য হবার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সাদা নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের অহম কালোদের আন্দোলনের সাফল্যে ভেঙ্গে পড়ে।— অনুবাদক)*। ফলে, শোকগীতি 'জন হেনরি' মোটেই আফ্রো-এশিয়ান ফোকলোর নয়, বরং তা কালোদের সম্বন্ধে সাদাদের সৃষ্ট ফোকলোর; এবং স্কুলগুলোতে এই শোকগীতি অব্যাহতভাবে বিজ্ঞাপনের মতো ব্যবহার করার কারণে জন হেনরি হয়ে ওঠে সাদাদের অন্তর্গত প্রত্যাশার **আঙ্কল টম**-এর মতো আরেক শক্তিশালী, অনুগত কালো পুরুষ।

ফোকলোরের অবচেতন প্রক্ষেপণ উপাদান-এর প্রয়োগকে ছলনাময় করে তোলে এবং সম্ভবত বিপজ্জনক করে তোলে, যেহেতু খুব কম ব্যক্তিই প্রক্ষেপণের সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার নিহিতার্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অবচেতনার বিষয় হবার জন্য হলেও বর্ণবাদ তীব্র বিষাক্ত ব্যাপার। অনেক সাদারাই বুঝবে না যে "ত্বক-রঙা ব্যান্ডএইড"-এর বিজ্ঞাপনে বর্ণবাদ আছে। তারা না বুঝলেও, এই বিজ্ঞাপনে বর্ণবাদ আছে (কেননা, ব্যান্ডএইডটি সাদা মানুষের গায়ের রঙের সাথে মিলে যায়)। এক টুকরো আফ্রো-আমেরিকান ফোকলোর এই অভিযোগে অভিযুক্ত যে তা কালো শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে সাদাদের ফোকলোর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক কালো মেয়ে দেয়ালের আয়নার কাছে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। "আয়না, ও দেয়ালের আয়না, বলতো, সবচেয়ে সুন্দরী কে?", এবং আয়না উত্তর দেয়, "স্নো হোয়াইট, বুঝলি, কালো কুত্তি, আর এটা ভুলবি না!" যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজে সাদাদের ফোকলোর থেকে মূল্যবোধের জন্ম হয়, সেখানে কালো শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের ইতিবাচক প্রতিকৃতি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। আমেরিকানদের মধ্যে গাত্রবর্ণের সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা বিস্তারলাভ করে ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে, সেখানে, অর্থাৎ ইউরোপে, কালো মানে মন্দ এবং সাদা মানে ভালো। এমনকি কোনো মিথ্যা যদি সাদা হয়, তাও ঠিক আছে। "ব্লাক ইজ বিউটিফুল - কালোই সুন্দর" জাতীয় কথা অগণিত বৈপরীত্য প্রকাশকারী শব্দের [ব্লাকমেইল (প্রতারণা), ব্লাকগার্ড (দুবৃত্ত), ব্লাকবল (সমাজচ্যুত), ব্লাক লিস্ট (কালো তালিকা), ইত্যাদি] সাংকেতিক অর্থের বিরুদ্ধে কালো মানুষদের সচেতন যুদ্ধ।[২৩] সাহিত্যেও বর্ণবাদী প্রক্ষেপণ আছে। আমি এমন কোন ধারণা দিতে চাই না যে প্রক্ষেপণ

কেবল ফোকলোরীয় রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিশুসাহিত্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। *চার্লি এন্ড দ্যা চকোলেট ফ্যাক্টরি* শিশুদের কাছে একটি প্রিয় বই। এই বই নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। বইয়ের মলাটের প্রচারলিপিতে বলা হচ্ছে, "বিশ্বখ্যাত

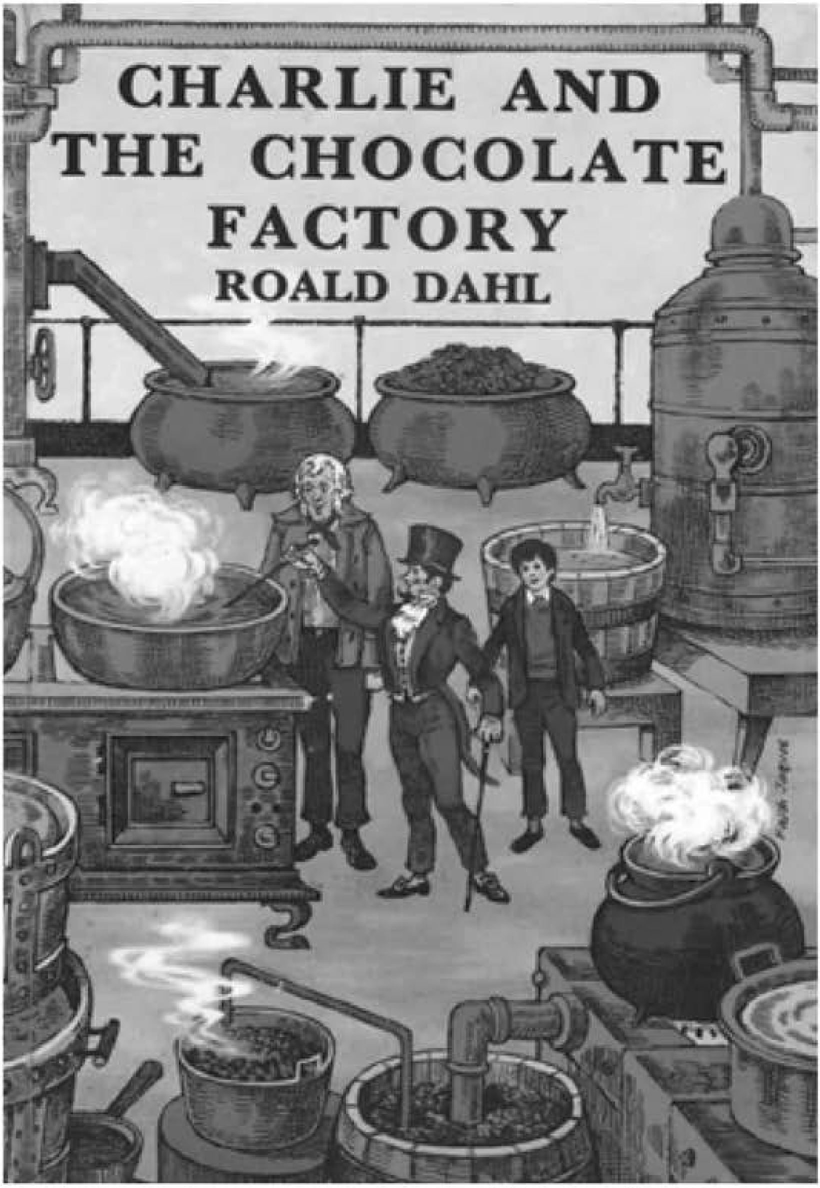

চার্লি এন্ড চকোলেট ফ্যাক্টরি *গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

গল্পকার রোয়াল্ড দেই (Roald Dahl) রচিত একটি উচ্চকিত নীতি কাহিনি এই গ্রন্থ"। এবং এটি একটি উঁচুদরের নৈতিক গল্প। এক পেটুক খাদ্য পরিবেশক, ধনি ঘরের এক বখে যাওয়া বালিকা, এক দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য (চিউয়িং)গাম আসক্ত এবং এক টেলিভিশন আসক্তের কার্যকলাপের মাধ্যমে খোঁচা দিয়ে মজা তৈরি করা। তবে, অনেক পাঠক নিশ্চয় ভুলে যান না যে, উইলি ওঙ্কা একটি চকোলেট ফ্যাক্টরি চালায়। কে সে, যে কিনা ফ্যাক্টরির সকল কাজ করে? এরা হলো উম্পা-লুম্পা। উম্পা-লুম্পা কারা? এরা হচ্ছে "আফ্রিকা থেকে সরাসরি আমদানিকৃত" বেঁটে মানুষ। "এদের ত্বক প্রায় কালো" এবং উইলি ওঙ্কা "উম্পা-লুম্পা (উপ)জাতির প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশুকে জাহাজে করে সহজেই এখানে নিয়ে আসেন।" তিনি "ছিদ্রওয়ালা বড় বড় প্যাকিং বাক্সের ভেতরে করে এদের পাচার করে নিয়ে আসেন, এবং তারা খুব নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছায়।" "তারা নৃত্য ও গীত ভালোবাসে।"[২৪] উইলি ওঙ্কার কথা মোতাবেক, উম্পা-লুম্পারা এখানে স্বেচ্ছায় আসে, কেননা, তাদের বলা হয়েছিল যে ওরা এখানে (কোম্পানির খাদ্য ভাণ্ডারে) যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা খেতে পারবে! এই দাস-শ্রমিকদের "খাদ্য" পরিতুষ্টির প্রক্ষেপণ লেখকের দিক থেকে সচেতনভাবে ঘটেছে না অবচেতনভাবে ঘটেছে, তা বলা দুরূহ, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মের শিশুদের মনোজগতে (বা শিশুদের মা-বাবার) এর যে অব্যাহত সুদূরপ্রসারী স্টেরিওটাইপ প্রভাব, তা ধ্বংসাত্মক। কৌতুহল উদ্দীপক ব্যাপার এই যেগ্রন্থের শিরোনাম (এবং খুদে নায়কের নাম) আবর্তিত **চার্লি** নামকে ঘিরে — এই নামটি তো আফ্রো-আমেরিকান ফোকলোরে 'সাদা মানুষ' এর গালিবাচক নাম।

কমিক্স, টেলিছবি ও চলচ্চিত্রসহ সব ধরনের সাহিত্যে প্রক্ষেপণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে,প্রধানত ফোকলোর ভিত্তিক মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষা নিয়ে আমার আগ্রহের কারণ হলো, আমি ফোকলোরীয় উপাত্তের সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, জনসংস্কৃতিকে প্রক্ষেপণমূলক উপকরণ দিয়ে বুঝতে হয়। 'পশ্চিমা' ব্যক্তি আমাদের কাছে এমন একজন যিনি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারেন এবং মাতবরি করতে পারেন 'বিপথগামী মানুষ'-এর উপর এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে যাতে মানুষের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত হয়। একইভাবে **স্টার ট্রেক** বিবেচনায় নিলে দেখতে পাব, এটি আসলে জনপ্রিয় টেলিভিশন ফিকশন সিরিজের প্রেক্ষাপটে আমেরিকান মূল্যবোধের ভাসমান দুর্গের অনন্ত অ্যাডভেঞ্চার। সাধারণভাবে মনে হয় এটা এক এলিয়েন সংস্কৃতিতে পার্থিব মহাকাশযানে *অনাহূত* ভ্রমণ। এক্ষেত্রে এই যানের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব এলিয়েনদের হুমকির মুখোমুখি (অথবা, ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপিত যে এলিয়েনরা যানটিকে জবরদখল করতে চাইছে)। মাঝে মাঝেই যানটির অভিযাত্রা বিপন্ন হচ্ছে বা থেমে যাচ্ছে। যানটির নেতৃস্থানীয় নায়কেরা, যারা (কার্ক, স্পক, স্কটি, ম্যাককয়) স্পষ্টই অ্যাংলো-স্যাক্সনদের বংশধর, বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে আসা আজ্ঞাধীন ও কেবলি আদেশ পালনকারীদের সহায়তায় নভোযানকে মুক্ত করতে যা করা দরকার বলে মনে করেন, তাই করেন। যেহেতু নভোযানের নাম **এন্টারপ্রাইজ** আমরা এখানে এইরকম সামান্য ছদ্মবেশি প্রক্ষেপণ দেখতে

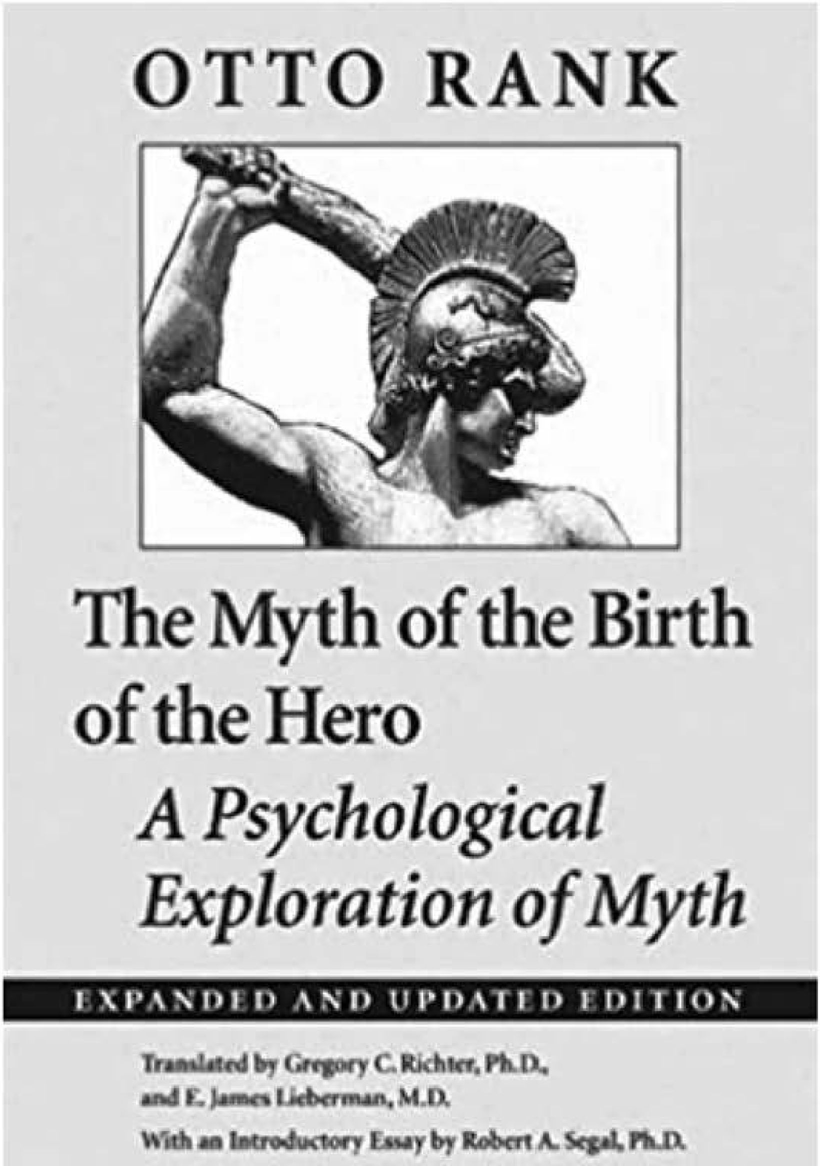

দ্য মিথ অফ দ্য বার্থ অফ দ্য হিরো *শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

পাই, কেননা, আমরা জানি যে, ফ্রি এন্টারপ্রাইজের নামে আমেরিকানরা কি করবে। এবং এন্টারপ্রাইজের ক্রুরা কি করেন? তাদের কাছে এটাই তো সাধারণ সমাধান যে

এলিয়েন সংস্কৃতিকে বদলে ফেলা বা এলিয়েনদের ধ্বংস করা। কেবল এ ধরনের যৌক্তিক হত্যাযজ্ঞ সমাপনান্তে **ইউনাইটেড স্টারশিপ** (=ইউএস) তার নির্ধারিত কক্ষপথ ভ্রমণ শেষে ফিরে আসতে পারে — এর 'নিয়তিনিয়ন্ত্রিত পরিণতি'তে।[২৫] এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে পশ্চিমা-মাতব্বরি ও স্টার ট্রেক প্রক্ষেপণ-এর কারণেই একজন আমেরিকান অফিসার ভিয়েতনামে গিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলতে পারেন, "গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্য গ্রামটি ধ্বংস করা জরুরী হয়ে পড়েছিল"।

প্রক্ষেপণের সাথে জড়িত থাকতে পারে সুদূর অতীত বা সুদূর ভবিষ্যতের স্থানীয়করণ। একারণেই পুরাণে (মিথ) প্রক্ষেপণ আছে, মানে সুদূর অতীতে, অথবা সাইন্স ফিকশনে প্রক্ষেপণ আছে, মানে সুদূর ভবিষ্যতে। মিথ ও সাইন্স ফিকশনের বিষয়বস্তু ও কুশিলবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল লক্ষ্য করা যায়। এক কথায়, প্রক্ষেপণ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ—সময়, স্থান ও স্থানীয় পরিস্ফূটনের ব্যাপার ততখানি নয়। এটি অনেকটা বাস্তবতা থেকে মুক্ত হয়ে ফ্যান্টাসির জগতে প্রবেশ করা। এর ফলে, মানুষ মনে মনে মুক্ত জগতে প্রবেশ করে, যেখানে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ছবি আঁকা যায় ও যন্ত্রণাদগ্ধ মূহুর্তগুলোর অবসান ঘটানো যায়। তবু অনেকসময় ফ্যান্টাসি যথেষ্ট ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে না, যদি তাতে প্রক্ষেপণীয় বৈপরীত্য না থাকে।

এ পর্যন্ত যত প্রক্ষেপণের কথা বললাম তার বেশিরভাগই বাস্তবকে সরাসরি ফ্যান্টাসিতে রূপান্তরকরণ। পার্থিব সমস্যাকে প্রতীকের কোড দিয়ে কল্পনার এমন এক জগতে উপস্থাপন করা হয় যেখানে সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই, চন্দ্রে অবতরণকে কুমারীর সন্ধানে আমেরিকান পুরুষের রূপালী (নাভীকেন্দ্রের) রজ্জু বা মাতৃকুলীয় কারো অ্যাপ্রনের সুতা ছেড়ার মেটাফোর হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু, মানুষের এমনকিছু সমস্যা আছে যার থেকে নিস্তার পাবার পথ খুঁজতে অধিকতর ছদ্মবেশ প্রয়োজন হয়।

ব্রিলিয়্যান্ট মনোগ্রাফ-এ অটো র‍্যাঙ্ক (Otto Rank) বিশ্লেষণই হলো প্রথম কাজ যাকে ফোকলোরে প্রক্ষেপণের বৈপরীত্যের সবচেয়ে চমৎকার উদারণ বলা যেতে পারে। *দ্য মিথ অফ দ্য বার্থ অফ দ্য হিরো* প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এই ক্লাসিক গবেষণাগ্রন্থে র‍্যাঙ্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, একজন ইন্দো-ইউরোপীয়ান হিরো কেন কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নেয় এবং কেনইবা সে নায়ক জন্মের পরে মৃত্যুর মুখে পরিত্যাক্ত হয়। র‍্যাঙ্কের মতে, পুত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বিষয়টি ইডিপাসীয়। পিতাকে এবং জননক্রিয়ার পিতার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করার ধারণার প্রতিনিধি হলেন কুমারী মাতা।[২৬] ইডিপাসীয় তত্ত্বে, পুত্র পিতার কাছ থেকে মাকে মুক্ত করার জন্য (যাতে নিজের বিশেষ প্রয়োজনে মায়ের শরণাপন্ন হওয়া যায়)। অন্যদিকে, পিতা কর্তৃক পুত্র-নাশ করার বিবরণ অপরাধবোধের জন্ম দেয়। র‍্যাঙ্কের মতে, পিতার আধিপত্য থেকে পুত্রের মুক্ত হবার বাসনার পক্ষান্তরই আসলে পিতার পুত্র-নাশের ঘটনা। র‍্যাঙ্ক এটাকে প্রক্ষেপণ বললেই, আমি এটাকে প্রক্ষেপণের ওলোটপালোট বলতে চাই। পুত্রের ইচ্ছামূলক চিন্তা উল্টো ভঙ্গিতে পিতার মধ্যে পক্ষান্তরিত হবার ফলে পিতা পুত্রহত্যার জন্য যা যা করতে পারে, তা সবই করে। এই উল্টো প্রক্ষেপণের একটি সুবিধা হলো

উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত কিং লিয়ার শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

এই যে, এভাবে অপরাধবোধ এড়ানো যায়। বাবার আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে চাওয়ার জন্য পুত্রের অপরাধবোধ দরকারি নয়, যেহেতু ঐতিহ্যবাহী ফ্যান্টাসিগুলোতে 'অপরাধ' এর প্রক্ষেপণ এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির উপর অপরাধের সম্ভাব্য দায় আরোপিত হয়। উল্টো প্রক্ষেপণ অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার অনমোদন দেয়। অপরাধবোধে না ভুগে পুত্র-বীর পিতার উপর যৌক্তিক প্রতিশোধ নেয় এবং দুর্বৃত্ত হিসেবে উপস্থাপিত পিতা চরিত্রকে হত্যা করে।

মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার প্রক্ষেপণ দেখা যায়—অন্তঃস্থ চিন্তার পক্ষান্তরিত রূপ অবলোকিত রূপে প্রকাশিত হয়, আবার, আমি যাকে বলছি উল্টো প্রক্ষেপণ, তাও দৃশ্যমান—যা প্রক্ষেপণের একই বিধির অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১১ সালে ফ্রয়েড তার "এইটি প্যারানয়া (মস্তিষ্ক বিকৃতি) ঘটনার (a Case of Paranoia) বিষয়ক একটি আত্মজীবনীমূলক বিবরণের উপর মনঃসমীক্ষাভিত্তিক নোট (Psycho-Analytic Notes) শিরোনামের বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে কীভাবে 'আমি তাকে ঘৃণা করি' এই সিদ্ধান্ত প্রক্ষেপণের মাধ্যমে অন্য সিদ্ধান্তে রূপান্তিরিত হয়: 'সে আমাকে ঘৃণা (তাড়না—পীড়ন) করে বললে আমা কর্তৃক তাকে ঘৃণা করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়'।"[২৭] 'আমি তাকে ঘৃণা করি' এর 'সে আমাকে ঘৃণা করে'তে পক্ষান্তরণকে আমি উল্টো প্রক্ষেপণের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই। অধিকন্তু, ফোকলোরের সম্ভাব্য জেনারেটিভ গ্রামারের আলোকে যেকেউ কল্পনা করতে পারে যে, যখন কোন ট্যাবু-সর্বস্ব ইচ্ছার পক্ষান্তরণ হয় তখন অনুমান নির্ভর পুনর্লিখন বিধি কার্য করে—প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে, কর্তা থেকে কর্ম। পিতামাতা বা ভাইবোনের বিপক্ষে হিরো বা হিরোইনের কোনকিছু করার বদলে প্রতিপক্ষই হিরো বা হিরোইনের প্রতি সেই কার্য করে। বালক-পুত্র পিতা-চরিত্রকে বিনাশ করার বদলে রাজা-পিতা কর্তৃক বিপদজনক পুত্রকে হত্যা করার গল্প পুনর্লিখিত হয়। রাজকন্যা সৎ মাকে বিনাশ করার গল্পের বদলে পুনর্লিখিত হয় রানি-সৎ মা কর্তৃক রাজকন্যাকে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টার গল্প হিসেবে। চিরায়ত ইন্দো-ইউরোপীয়ান হিরো প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে অন্তরদৃষ্টি স্পষ্ট হওয়ায় র‍্যাঙ্ক মনে হয় হিরোইন (ইলেক্ট্রা) আখ্যানে সদৃশ উল্টো প্রক্ষেপণ মিস করে গেছেন। যেমন, র‍্যাঙ্ক বলছেন, "যে পিতা তার কন্যাকে তার কোনো পাণিপ্রার্থীর সাথেই বিবাহ দিতে চান না, অথবা যে পিতা তার কন্যার পাণিপ্রার্থীর উপর কঠিন ও অপূরণীয় শর্ত আরোপ করেন, করেন এই কারণে যে তিনি এভাবে তার কন্যাকে অন্য সবার প্রতি নারাজ করে তোলেন; কেননা, যখন সবকিছু বলা হয়ে গেলো, তিনি, পিতা নিজেই কন্যাকে অধিকার করার বাসনা পোষণ করলেন। তিনি কন্যাকে এক গোপন কুঠুরিতে বন্দি করে রাখলেন, যেন কন্যার কুমারিত্বকে সুরক্ষা দিতে।"[২৮] কেন র‍্যাঙ্ক কন্যার প্রতি পিতার কামুকতাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেন কিন্তু নবজাতক পুত্রের প্রতি সম্ভাব্য ঘৃণাকে করলেন না, তা পরিষ্কার নয়।

আমরা যদি টিপিক্যাল ইলেক্ট্রাল লোককাহিনি, অর্থাৎ কাহিনি শ্রেণি ৭০৬-এর *যে কুমারীর হাত নেই* (The Maiden without Hands) পরীক্ষা করি, আমরা উল্টো প্রক্ষেপণ

পাব।প্রক্ষেপণ রূপে এই টিপিক্যাল গল্পটি বলা হচ্ছে যে কন্যার ইচ্ছা তার মাকে সরিয়ে দিয়ে পিতাকে বিবাহ করা। তারপর মায়ের মৃত্যু হয় (এই মৃত্যুতে কন্যার কোনো হাত নেই) এবং এবং পিতা কন্যার মৃত মায়ের মতোই দেখতে একজনকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করে। কিছুদিন খোঁজাখুঁজি করার পর পিতা তার কন্যাকেই বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লোককাহিনিতে হিরোইন তার হাতদুটি কেটে ফেলে, কেননা সে তার আপন পিতাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। হিরোইন কেন এই কঠোর কার্য করে বসে? যারা দাবি করতে চান যে কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়ে পিতার অজাচারি ইচ্ছা হলো বাস্তবতার আক্ষরিক প্রতিফলন, তাদেরকে অবশ্যই কন্যা কর্তৃক নিজের হাত কেটে ফেলার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। অংশত, এই মেটাফোরের (উৎপ্রেক্ষা) কঠোর আক্ষরিকতাকে নেয়া যেতে পারে যে কন্যা তার হাত কেটে ফেলে, যেহেতু পিতা তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে তার হাত প্রার্থনা করেছিল। তবে আক্ষরিক অর্থ করলে একটি সমস্যা দেখা দেয়: পিতার অপরাধের কন্যা কেন শাস্তি নেবে? অন্যদিকে, আমরা যদি ধরে নিই যে এটি এক প্রকার উল্টো প্রক্ষেপণ, তাহলে পিতা কর্তৃক কন্যার পাণিপ্রার্থনা আসলে কন্যারই অবচেতন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে, পিতার বদলে কেন কন্যা শাস্তি মাথায় তুলে নেয় তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে স্বমেহনের ফ্যান্টাসিতে সাধারণভাবে হাত ব্যবহৃত হয় এবং তাই, 'পাপকর্মের' প্রধান নিয়ামক হিসেবে হাতকেই শাস্তি পেতে হয়।

কন্যা কর্তৃক শাস্তি পাবার যৌক্তিকতা শেক্সপিয়রের *কিং লিয়ার*-এর কর্ডেলিয়ার অদৃষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত। করডেলিয়ার মৃত্যুতে সমালোচকরা বেশ সমস্যায় পড়ে যান। আখ্যানের বেশিরভাগ সংস্করণে দেখা যায় যে করডেলিয়া নিজেই নিজের জীবন নেয়। *কিং লিয়ার*-এর উৎস তো আসলে লোককাহিনি **নুনের মতো ভালোবাসা,** (কাহিনি শ্রেণি ৯১৩), এটা আসলে সিনডারেলা চক্রের (কাহিনি শ্রেণি ৫১০বি) একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, **সোনার পোশাক, রূপার পোশাক, এবং তারার পোশাক (Cap o Rushes** — জোসেফ জ্যাকব সংকলিত ইংরেজি রূপকথার সংকলন)। কাহিনি শ্রেণি ৭০৭-এর **যে কুমারীর হাত নেই** এর মধ্যে একজন বাহ্যত কামুক পিতা তার কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। তবে যদি পিতা-কন্যার এই অজাচারি গল্প উল্টো প্রক্ষেপণের মাধ্যমে পিতার প্রতি কন্যার কামনা হিসেবে দেখা হয়, তাহলে 'প্রকৃত' পাপ কর্ডেলিয়ার এবং লিয়ার "সেই মানুষ যিনি তার পাপের তুলনায় বেশি পাপী"। এই পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, চূড়ান্তে পিতা কর্তৃক কর্ডেলিয়ার বিশেষ মনোযোগ লাভ করার মধ্য দিয়ে মৃত মা এবংপ্রতিপক্ষ দুই বোনের বিপক্ষে কর্ডেলিয়ার জয়োল্লাস শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঘটনাচক্রে, শেক্সপিয়রে এই উল্টো প্রক্ষেপণ মেনে নিলে (কাহিনি শ্রেণি ৫১০বি), *কিং লিয়ার* এক কন্যার রূপকথা যা বর্ণনা করা হয় পিতার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে।

কাহিনি শ্রেণি ৭০৬-এর কিছু সংস্করণে কুমারী কন্যা তার কেটে ফেলা হাত আবার ফিরে পায় কুমারী মেরি সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কুমারী মেরি, আসমানী পিতার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে পড়া এক কিশোরী কন্যার

ধর্মীয় প্রক্ষেপণ। ইলেক্ট্রা প্রক্ষেপণের সাথে পা মিলিয়ে চলতে ক্রিশ্চিয়ান মিথোলজিতে অবশ্যই ইডিপাসীয় প্রক্ষেপণ রয়েছে। কুমারী মাতার গর্ভে জন্মানো হিরো ইডিপাসীয় আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। র‍্যাঙ্ক পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, কুমারী মাতা তারই থাকে যার পিতার সাথে মাতার যৌন মিলন সম্ভব হয়নি। তবে, কনসাবস্ট্যানসিয়েশন নীতি অনুযায়ী, পুত্র এবং পিতা আসলে একজনই - প্রসূতই পিতা। এই প্রক্ষেপণের মাধ্যমে হিরো দুইভাবে সুরক্ষিত: তার মাতা কুমারী এবং সে প্রকৃতিগতভাবে পিতার স্থলাভিসিক্ত। যুক্তি অনুসারে, ইউরোপীয়ান পরিবার কাঠামোর প্রক্ষেপণ ক্রিশ্চিয়ান মিথোলজির জন্য আদর্শ, কেননা এতে ইডিপাসীয় ও ইলেক্ট্রাঘটিত উপাদান একসাথে আছে। যারা মিথোলজিক্যাল সত্ত্বাকে মনুষ্যজাতির প্রক্ষেপণ হিসেবে দেখতে চান না, তাদের আমি বলতে চাই, কেবল ক্রিশ্চিয়ানিটিতেই যে ঐশ্বরিক পিতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস আছে তা নয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্বাসেও সমান্তরাল পরিভাষা পাওয়া যায়। রোমান প্যানথিয়ন (সর্বদেবতার মন্দির) কেন্দ্রিক শাসকের নাম *জুপিটার*,এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে 'পিটার' যা ইন্দো-ইউরোপীয়ান সূত্র 'পিতা'র সগোত্রীয়, ওদিকে সংস্কৃতে এটা 'পিতার' এবং ল্যাটিনে 'পাতের'।[২৯]

আধুনিক আমেরিকান জনগল্প থেকে উল্টো প্রক্ষেপণের আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটি রিপোর্ট-এর সারকথা যেখানে জানা যায় যে কয়েকজন তরুণ নিগ্রো এক সাদা তরুণকে পাবলিক বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নপুংশক করে দেয়। সব জনগল্পের মতোই, এটা সত্য হিসেবেই বলা হয় এবং কয়েক বছর পূর্বে (১৯৬৯) সান ফ্রান্সিসকো থানায় বার বার এ বিষয়ে টেলিফোনে রিপোর্ট করা হয়। বিচ্ছিন্নতার অবসানের উদ্দেশ্যে সান ফ্রান্সিসকোর স্কুল শিক্ষার্থীদের চুম্বনের ঘটনা বিষয়ে আলোচনার সাথে এই জনগল্পের তড়িৎ জনপ্রিয়তার সাথে সম্পর্ক আছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন্ বর্ণের লোকেরা কোন্ বর্ণের লোকদের খোজা করলো? অবশ্যই সাদারা কালোদের ধরে তাদের সত্যিকারের বা কাল্পনিক অপরাধের জন্য খোজা করেছে। তবে, এই নগরীয় ফোকলোরের উদাহরণে, উল্টো প্রক্ষেপণের মাধ্যমে, স্টেরিওটাইপ সুপারফ্যালিক নিগ্রো পুরুষদের প্রতি সাদাদের নিজস্ব ভীতিকে তারা রূপান্তরিত করেছে এমনভাবে যে আগ্রাসনের শিকাররাই আক্রমণকারী হয়ে উঠেছে। কালো পুরুষদের নপুংসক করে দেবার মনোবাসনা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে কালোদের দ্বারা এক সাদা বালককে নপুংসক করার গল্পে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সাদারা যে অপরাধ করতে চায়, সেই অপরাধের সম্ভাব্য শিকার কালো ব্যক্তিদের অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়। *দ্য মিথ অফ দ্য বার্থ অফ দ্য হিরো*তে যেমন ঘটে, ইচ্ছা পোষণকারী উল্টো প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্ট ফ্যান্টাসিতে নিজেকে শাস্তি না দিয়ে শাস্তি দেয় ইচ্ছামূলক আক্রমণের শিকার ব্যক্তি/দেরকে। এখানে খলপিতা (রাজা, দৈত্য) নিজেই দোষী, সন্তান নয়। কালোরাই দোষী, সাদারা নয়।

এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকায় যখন (বিচ্ছিন্নতা অবসানের জন্য) চুম্বনের ঘটনা আলোচিত হচ্ছে, তখনই কালোদের বিপক্ষে একটি

বৈপরীত্যমূলক জনগল্প প্রচারিত হচ্ছে। এর ফলে, ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণের ফ্যান্টাসির সাথে ঐতিহাসিক ঘটনার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন ওঠে। কিছু পণ্ডিত মনে করতে চান, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পন্থা পরস্পরের বাধাস্বরূপ, কিন্তু আমি মনে করি এটা মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা। প্রায়শই ঐতিহাসিক ঘটনা পুরোনো প্রক্ষেপণকে উস্কে দিতে পারে অথবা নতুন প্রক্ষেপণ উৎসাহিত করতে পারে। যেমন, উনিশ শ' ষাটের দশকের শুরুর দিকের হস্তি সংক্রান্ত কৌতুকগুলো সেই সময়ের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের উত্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। সাদারা মনে করে, হাতির উৎসভূমি আফ্রিকা, যেমনটা কালো মানুষদের। কৌতুকগুলোতে হাতির বর্ণনা থাকতো বর্ণের ভাষায়, "বলতে পারো, হাতির গায়ের রঙ কেন ধূসর? ব্লুবার্ড থেকে তারা এটা পেয়েছে", এবং সম্ভাব্য শিকারের উপর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ার বিষয়ে, "হাতি কেন গাছে চড়ে? কাঠবিড়ালীকে ধর্ষণ করতে"। নাগরিক অধিকার আন্দোলন সাদাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভীতি সৃষ্টি করেছিল এ কারণে যে তারা আশঙ্কা করছিল যে কালোরা নিজেদের সাদা শোষকের স্থলাভিসিক্ত করবে। পূর্বের জনগল্পের বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছি, আক্ষরিক বা প্রতীকী যেকোনো অর্থে খোজাকরণ একটি (কাল্পনিক) সমাধান। হাতিকে কীভাবে অভিযোগের বাইরে রাখবেন? ওর ক্রেডিট কার্ড কেড়ে নিন। কীভাবে হাতিকে পদদলন থেকে বিরত রাখবেন? পিটারের (গসপেলের চরিত্র-অনুবাদক) মতো ওর কান কেটে নিন।[৩০]

একইভাবে, আমি বিশ্বাস করি আমেরিকার অন্যান্য সাম্প্রতিক ফোকলোরীয় প্রপঞ্চের জন্য ঐতিহাসিক সূত্র দেখানো সম্ভব। যেমন, ১৯৭০-এর দশকের 'মৃত শিশু' এর জলোচ্ছাস বিষয়ক কৌতুকে চ্যালেঞ্জিং নমুনা আছে। কি সেই জিনিস যা লাল ও ছাদ থেকে ঝুলে থাকে? গোস্ত ঝোলানোর হুকে ঝুলে থাকা শিশু। কি জিনিস লাল আর কোণে বসে থাকে? রেজর ব্লেড চাবাতে থাকা শিশু। অর্থহীনতার অর্থ করা মোটেই সোজা নয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অর্থহীনতার কোনো অর্থ নেই। সদ্য কৈশোরে প্রবেশ করা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এসব কৌতুক নিতান্ত ভাইবোনের খুনসুটি, তবে এটা ব্যাখ্যা করার উপায় নেই যে এগুলো ১৯৭০-এর দশকে এত জনপ্রিয় হলো কীভাবে। ভাইবোনের খুনসুটি, অনুমান করা যায়, সবসময় ছিল। আমি একটা বিপর্যয়কর অনুমান করতে চাই যে জন্মনিরোধের নতুন টেকনিক (জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িসহ) এবং স্বাধীনচেতা সিদ্ধান্তের ফলে ঘটানো গর্ভপাত "ভ্রূণহত্যা" বিষয়ক উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা (অথবা অপরাধবোধ) উস্কে দিয়েছে। জন্মনিরোধ পদ্ধতি ও অনুমোদিত গর্ভপাত হয়তো কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে এটা আক্ষরিক অর্থেই ভ্রূণহত্যা বা শিশুহত্যার ইচ্ছাও বাড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা ও ফোকলোরীয় ফ্যান্টাসির সম্পর্কের আরেকটি গ্রাফিক উদাহরণ হলো "আচমকা ছোঁয়া বা স্ট্রিকিং"। এই খেলায় এক বা একাধিক ব্যক্তি পাবলিক স্পেসের ভেতর দিয়ে উলঙ্গ হয়ে দৌড়ায়। এটা কি শুধুই কাকতালীয় যে ১৯৭০-এর দশকে ওয়াটারগেট নিয়ে রাজনৈতিক স্ক্যান্ডালের বিরুদ্ধে স্ট্রিকিং জাতীয়

ঘটনায় পরিণত হয়েছিল? আমার যুক্তি হলো ওয়াটারগেট আড়াল (*coberup*)করার বিরুদ্ধেস্ট্রিকিং ছিল প্রতিবাদের প্রক্ষেপণ। স্ট্রিকিং ব্যক্তির প্রদর্শনপ্রবণতা পূরণে কাজ করে থাকলেও, ওয়াটারগেট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জনসাধারণের মধ্যে উন্মুক্ত করার দাবি পূরণে এটা কাজে এসেছিল। তদনুযায়ী বলা যায়, স্ট্রিকিং মেটাফোরের আংশিক কৃত্যমূলক বাস্তবায়ন ঘটেছিল। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে ওয়াটারগেটের গোপনীয়তা তুলে নেয়ার সাথে সাথেই স্ট্রিকিং বন্ধ হয়ে গেলো।

বিশেষ কৌতুক, জনগল্প বা জনগণের কৃত্য ঐতিহাসিক উদ্দীপনা থেকে উদ্ভুত হলো কি হলো না, তা বর্তমান যৌক্তিকতাপ্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে এর মধ্যে প্রক্ষেপণের উপাদান আছে কি নেই, যা সমষ্টির ফ্যান্টসি সৃষ্টি করতে পারে, যাকে আমরা ফোকলোর বলছি। তেমন উপাদান থাকলে, আমি মনে করি এখানে সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার প্রয়োগ আছে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি যে এতে আছে কিছু বিধি, সূত্র, বাইনারি প্যারাডাইম-এর মতো এরকম উপাদানসমূহ। যদি সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার চর্চা পর্যবেক্ষণ করা যায়, দেখা যাবে, প্রক্ষেপণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মতে ভাষাসংকেতবিদ্যা বিশ্লেষণের একটি উত্তম উদাহরণ হলো, বিভিন্ন ধরনের সার্কাসের কার্যক্রম বিষয়ে পল বয়সাক (Paul Bouissac) কর্তৃক বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা। “পোয়েটিক্স ইন দ্য লায়ন’স ডেন: দ্য সার্কাস অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যা টেক্সট” প্রবন্ধে জনাব বয়সাক সিংহ কর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন খেলার বিশ্লেষণ করেন। তিনি সিংহের কিছু বহুমুখি অর্থপূর্ণ খেলাকে মেটাফোরিক্যাল হিসেবে তুলে

পল বয়সাক

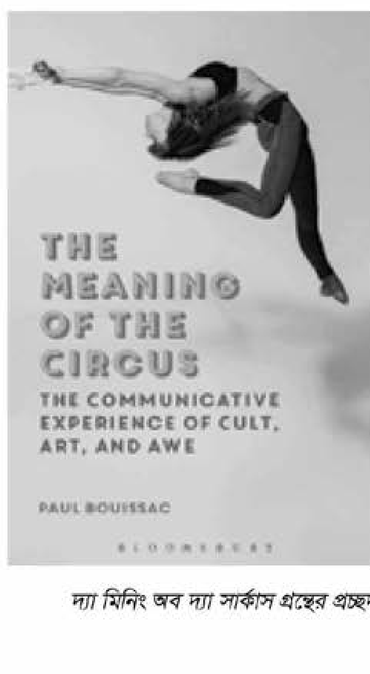

দ্যা মিনিং অব দ্যা সার্কাস গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ধরেন, অর্থাৎ, মানুষের নির্দেশনা মোতাবেক সিংহ রিং-এর কেন্দ্রে হাঁটে অথবা সিংহ দুই পা ফাঁক করে দুই টুলের উপর দাঁড়ায় ও মানুষটি নিচু হয়ে সিংহকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটে। বয়সাক সুক্ষ্ণভাবে সিংহের কার্য বিশ্লেষণ করেন।[৩১] আমার পয়েন্ট এই যে সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা বর্ণনা, শ্রেণিবিন্যাস ও টাইপলজি নিয়ে কথা বলে না যদিও বর্ণনা, শ্রেণিবিন্যাস ও টাইপলজি হলো প্রারম্ভিক বিষয়, সমাপ্তি নয়। গার্ডেন চিড়িয়াখার কার্যক্রম ও সার্কাসের খেলা পশু ও পশুর কার্যক্রমের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন - মানুষের পশুত্বের প্রতিফলনও। চিড়িয়াখানা ও সার্কাসে পশুর দেখে উত্তেজিত ও আনন্দিত হওয়া মানুষ ও পশুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। পশুগুলোকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়, নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যেমন বন্দি ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা মানুষের ভেতরের পশুপ্রবৃত্তিকে। তারপরও সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও বিপদাশঙ্কা থাকে পশুগুলোর ছুটে যাবার, খাঁচা ভেঙ্গে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার, এবং মেটাফোরিক্যালি দেখলে মানুষের আবেগ ও প্রবৃত্তি যুক্তির বন্ধনমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে - এটা অন্তর্জগতের সম্ভাবনা, বিপদাশঙ্কা ও ঝুঁকি।[৩২] পশু এবং পশুত্বকে নিয়ন্ত্রনে রাখার একটি কৌশল হিসেবে পশুর প্রয়োজন হয় যাকে আক্ষরিকভাবে খাঁচাবন্দি করা হয়, যেমন, এখানে, সার্কাসে সিংহ মানুষের মতো কার্যক্রম করে। উল্টো প্রক্ষেপণের নিরিখে, কেউ হয়তো একথা বলবেন যে, মানুষ যদি পশু "প্রবৃত্তি" লালন-পালন করতে চায় এবং পশুর মতো আচরণ করতে চায়, তা অপরাধবোধমুক্ত ইচ্ছা হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব, উল্টো প্রক্ষেপণে সে (মানুষ) এই ভান করে যে পশুকে দিয়ে মানুষের মতো আচরণ করায়। পশু যতবেশি সুক্ষ্ণভাবে মানুষের মতো আচরণ করতে পারবে, উল্টো প্রক্ষেপণ ততো বেশি সম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। উল্টো প্রক্ষেপণের প্রতি ইঙ্গিত এই কৌশল থেকে পাওয়া যায় যে, প্রথমে পশু মানুষের নির্দেশনা মানে, পরে মানুষ সেই পশুকে কাঁধে বহন করে। পরের কার্য মানুষের ও পশুর স্বাভাবিক আচরণের উল্টোরূপ প্রকাশ করে। প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে আমি যেভাবে সিংহের খেলার ব্যাখ্যা করলাম,

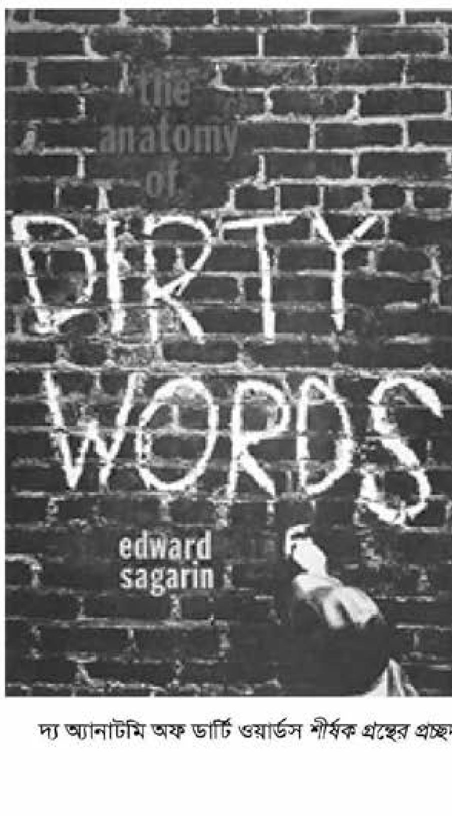

দ্য অ্যানাটমি অফ ডার্টি ওয়ার্ডস *শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

তা টিকুক বা না টিকুক, আমার ধারণা, বিষয়টি প্রথাগত সাংকেতিক ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমার বিবেচনায়, মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা বিচিত্র বিস্তৃত প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, ফোকলোরীয় এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রে। ষাড়ের লড়াই উপর একটি গবেষণা কল্পনা করা যেতে পারে। তবে বুলরিং (ষাড়ের লড়াইয়ের স্থান) এর গঠন বা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি প্রক্ষেপণ হিসেবে ঘাতক(পুরুষ) বনাম ষাড়ের অবস্থা ও অবস্থানের দিক থেকেও বিশ্লেষণ করুন। বিষয়টি কেবল মানুষ বনাম পশু নয়, সংস্কৃতি বনাম প্রকৃতি, কিন্তু, স্প্যানিশ (অন্যান্য ভূমধ্য সাগীয় জাতিসহ) পুরুষে পুরুষে ঐতিহ্যবাহী দ্বান্দ্বিক সংস্কৃতির প্রক্ষেপণ বিশ্লেষণও করুন। পুরুষতন্ত্রের সমলিঙ্গীয় লড়াইয়ে এটা বোঝা মুশকিল কে কাকে লাগায় (লিঙ্গবিদ্ধ করে)। যদি ঘাতক(পুরুষ) ষাড়টিকে ঠিকঠাক লিঙ্গবিদ্ধ করতে পারে, তো ষাড়টি স্ত্রীসুলভ হয়ে যায় (ষাড়টির একটি বা একাধিক উগ্র জয়মাল্যসুলভ অঙ্গ (লেজ, শিং) ছিন্ন করার সাংকেতিক অর্থের ভেতর দিয়ে)।[৩৩] প্রক্ষেপণীয় নাটক হিসেবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া সাধারণ তর্ক-বিতর্কের কৃত্যে পরিণত হবার মতো দ্বন্দ্বের মতো ষাড়ের লড়াই একটি কৃত্যমূলক আয়োজনে পরিণত হয়েছে। সত্যি বলতে, আমেরিকান সংস্কৃতিতে একইরকম আচরণগত কৃত্য আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সবখানে একটি সাধারণ শারীরিক ভাষা, অশ্লীল বা শোভন, পরিলক্ষিত হয় যেখানে প্রতিপক্ষকে 'ডিজিটাস ইমপিউডিকাস' (digitus impudicus) দেওয়া হয়, ফোকলোর জগতে যা "আঙুল দেওয়া' হিসেবে অধিক পরিচিত। এই ঘটনাটি ক্যালিফোর্নিয়ায় "পাখির পুটকিতে আঙুল দেয়া" (flipping the bird) হিসেবে অভিহিত এবং এর অশেষ স্টাইল ও টেকনিক আছে, তবে এই সাংকেতিক ভাষায় অপমান করার ফলাফল একই রকম। তবু আমার সন্দেহ আছে যে, খুব কম আমেরিকানই এই সাংকেতিক শারীরিক ভাষার ইঙ্গিত বোঝে। অবশ্য এটুকু জানাও যথেষ্ট যে এ ধরনের শারীরিক ভাষার জবাবে হয় ক্ষমা করতে হয় নয়তো প্রদর্শনকারীর সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। একই রকম ফলাফল দাঁড়ায় একটু কম প্রকাশ্য ফ্যালিক শারীরিক ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে — আমি কারো জিহ্বা বের করে চাটার ভঙ্গি করা বা নাকের উপর ছুঁয়ে দেওয়া, প্রায়শই যাকে "সাংহাই অঙ্গভঙ্গি" নামে অভিহিত করা হয়।[৩৪] এই শারীরিক ভঙ্গির সাথে যে সমস্ত শব্দ উচ্চারিত হয় সেগুলোর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার, যেমন, তোকে চুদি, তোরে ফাটাই, তোর গোয়া মারি ইত্যাদি। আশ্চর্যজনক ঘটনা এই যে, এমনকি অশ্লীলতা বিষয়ের শিক্ষার্থীরাও এই শারীরিক ভঙ্গি ও বাচনভঙ্গির সাংকেতিক ভাষাবিদ্যাগত ইঙ্গিত উপলব্ধি করে না। যেহেতু চার বর্ণের শব্দটি দিয়ে আনন্দদায়ক কার্য বুঝায়, স্যাগারিন তার *দ্য অ্যানাটমি অফ ডার্টি ওয়ার্ডস* বইয়ে যুক্তি দেখান যে কাউকে অপমান করার জন্য "যাও, নিজের পুটকি মার" বলাটা অর্থহীন (absurd)। তিনি অ্যালবার্ট এলিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলেন যে, বরং এটা বলাটাই ঠিক হয় যে, "যাও, নিজের পুটকি বাঁচাও"।[৩৫] স্যাগারিন ও এলিস সম্ভবত যেটা বোঝেননি তা

হলো যাকে উদ্দেশ্য করে এই শারীরিক ভাষা ছুড়ে দেওয়া হয় সে প্যাসিভ সমকামী। কামুক আঙুলের গ্রহীতা হওয়া মানে হলো সমকামী যৌনকর্মে 'নারী'র ভূমিকা গ্রহণ করা। কাউকে "নিচে শোয়ানো" এই বাগধারা বিজয়ীর শারীরিক অবস্থানের সংকেত দেয়, যখন পরাজিত তার 'ফাঁক' পেতে দেয়। যখন প্রতিপক্ষ নিজেই নিজেকে পেতে দেবে বলে অনুভব করা হয়, তখন প্যাসিভ সমকামিতা মানুষের কল্পনায় বিভোর হয়ে হস্তমৈথুন করার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়। আমি হয়তো এও উল্লেখ করতাম যে, এই চরম সাধারণ শারীরিক ভাষার সমসাময়িক বিশ্লেষণে কেন ass শব্দটি দিয়ে নারীর যৌন অঙ্গ (যেমন a piece of ass) এবং পুরুষের পশ্চাদ্দেশ (যেমন I'm going to kick your ass) বোঝায়।

যারা মনে করেন এই ধরনের সাংকেতিক যৌন যুদ্ধ অস্বাভাবিক, অন্যান্য সংস্কৃতির কিছু প্রথানির্ভর তুলনামূলক চিত্র তাদের জন্য তুলে ধরতে চাই। জনাব গ্রিজ চমৎকারভাবে বালিনীয় মোরগ লড়াই বিশ্লেষণ করেন — মোরগের মালিক "তার মোরগের পায়ে রেজরের মতো ধারালো চার বা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা তীক্ষ্ণ ইস্পাতের তলোয়ার লাগিয়ে দেন যাসে মোরগটি প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে পারে"।[৩৬] সাংকেতিক প্রক্ষেপণের দৃষ্টিকোণ থেকে, মোরগ লড়াই-এর আইসোমরফিক খেলা হলো ঘুড়িড কাটাকাটি। এক্ষেত্রে পরুষ/বালকেরা তাদের ঘুড়িডর রজ্জুর সাথে কাচের ভাঙা টুকরো লাগিয়ে দেয় এবং ঘুড়িড উপরে উঠে গেলে পুরুষ/বালক তার ঘুড়িডকে এমন রণকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে প্রতিপক্ষের ঘুড়িড কেটেছিড়ে যায়।

ফোকলোরীয় ফ্যান্টাসিতে প্রক্ষেপণীয় সমাকৃতি (আইসোমরফিজম) চিহ্নিত করতে পারার সম্ভাবনা ফোকলোর গবেষণা জগতের জন্য নতুন দুয়ার খুলে দেবে। এমনকি ঐতিহাসিকতার সাথে যোগ নেই এমন ফোকলোরীয় উপদানও ফোকলোরের সাধারণ কাঠামো ও কার্য সম্পন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইতিমধ্যে আমি পরোক্ষভাবে জর্জ ওয়াশিংটনকে আমাদের জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করেছি। আমাদের আমেরিকান জাতির পিতা আছে কিন্তু মাতা নেই কেন? আমাদের জাতির "জন্ম" বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনায় জাতির পিতা এবং প্রপিতাদের সম্পর্কে ব্যতিক্রমহীন সূত্র পাওয়া যায়। উগ্র পুরুষতান্ত্রিক দেশপ্রেমের এই প্রতিফলন প্রাচীন পৃথিবীর ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণে দেখা যায়, যেখানে অব্যাহতভাবে জননক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা উপেক্ষা করা হয় এবং ছবিটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন পুরুষ একাই জননক্রিয়া সম্পন্ন করে।

"পুরুষ-এর জগতে" পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নারীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিবাহের পূর্বে নারী তাত্ত্বিকভাবে "কুমারী" (virgin), শব্দটি প্রামাণ্যভাবে ল্যাটিন শব্দ *vir* থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে। *vir* মানে পুরুষ (man)।[৩৭] বিবাহের পরে নারী তার কুমারী নামটি পরিত্যাগ করে। কুমারীপর্বের নামটিও কিন্ত তার নিজের ছিল না, ছিল আসলে তার *পিতার*। এবং পিতার নামের বদলে অতঃপর সে গ্রহণ করে তার *স্বামী*র নাম। বিবাহের পর তার নাম থাকে কমই। সে হয়ে যায় "স্ত্রী" বা "বউ"। খেয়াল করে দেখুন আমাদের ব্যবহৃত বাগধারা—"পুরুষ ও স্ত্রী"। স্ত্রী বা বউ এমন একটি শব্দ যার

অর্থই থাকে না, স্বামী অর্থাৎ পুরুষ না থাকলে। (অথচ, তাত্ত্বিকভাবে এটা কিন্তু সম্ভব যে আমাদের ভাষা এরকমও হয় পারে - "পুরুষ ও নারী" কিংবা "নারী ও স্বামী")। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখতে পাচ্ছি, woman শব্দের উৎস man, এরসাথে মিলিয়ে দেখুন পৌরাণিক গল্প—হাওয়া বিবির জন্ম হয়েছে আদম এর (বাম) পাঁজরের হাড় থেকে। আয়রনি এটাই যে, পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারী সৃষ্টি হলেও, পুরুষকে নারীর গর্ভে জন্ম নিতে হয়! পুরুষতার নিজের গড়া ফ্যান্টাসির জগতে চেষ্টা করে গর্ভধারী-পুরুষ হতে! *ওল্ড টেস্টামেন্টে* আব্রাহাম পুরুষ হয়েও হতে পেরেছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত গর্ভের অধিকারী। এরপর তো এই গল্প শুনে আর মোটেই আশ্চর্য লাগার কথা নয় যে নুহ নবী মানব জাতিকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করতে যে নৌকা বানিয়েছিলেন তার গঠন-আকৃতি মাতৃগর্ভ সদৃশ, এবং এটি ৯ মাস প্লাবনের জলে ভেসেছিল। একই ধরনের উদাহরণ আমরা ক্লাসিক্যাল পুরাণে পাই। কেবল পুত্র সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে (গর্ভে) ড্রাগনের দাঁত (বীজ/বীর্য - যেহেতু দাঁতই ড্রাগনের শক্তি, যেমন শিশ্ন পুরুষের।—অনুবাদক) বপন করার কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়, কিংবা জিউসের ভ্রু থেকে জন্ম নেয়া অসামান্য নারী এথিন এর গল্প—গল্পে তাকে এভাবেই জন্ম নিতে হয় সত্যিকার অর্থে একজন পুরুষের ব্রেইনচাইল্ড হবার জন্য। আধুনিক আমেরিকাতে ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণের আশ্রয় নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক ইগো (অহম) টিকে আছে। গোলগাল নাদুসনুদুস সান্টা ক্লস (পুরুষ) আমাদের চিমনির ভেতর দিয়ে উপহার বর্ষন করে। চিমনিটি দেখতে ঠিক যেন পুরুষ সারসের চিমনির মতো যার ভেতর দিয়ে এই পুরুষ পাখি বাচ্চা রেখে যায়, সেই বাচ্চা যা সে *বহন* (carry) করেছে (গর্ভে ধারণ করেছে_ অনুবাদক)! সম্ভবত, নারীর জননশক্তির বাস্তবতা দখলকারী সবচেয়ে জাহাঁবাজ পুরুষ প্রাণী ইস্টার বানি (জার্মান ঐতিহ্য থেকে এই প্রাণি এসেছে। ইস্টার খরগোশ হিসেবেও কোথাও কোথাও পরিচিত এই পবিত্র পৌরাণিক প্রাণি যে সুবোধ শিশুদের নিজের ডিম উপহার দেয় ইস্টারে।—অনুবাদক) , কেননা সে ডিম পাড়ে! এইসব হরেক রকম ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণ স্পষ্টই ঐতিহাসিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়—পুরুষ সারসের সন্তান বহনকারী হয়ে ওঠা এবং ইস্টার বানির মধ্যে কোনোই সম্বন্ধ নেই। কিন্তু মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার দিক থেকে এগুলোকে সাধারণ প্রক্ষেপণীয় উপদানের ধারক হিসেবে দেখা যেতে পারে।

ফোকলোরে প্রক্ষেপণ সংক্রান্ত আরেকটি দিক উল্লেখ করতে চাই। জানিনা আমি উহ্য রাখলাম কিনা যে ফোকলোরকে কেবলি প্রক্ষেপণীয় দিক থেকে দেখা কিছুটা যান্ত্রিক ও খণ্ডবাদি হয়ে যায় হয়তো। সম্পূর্ণ উল্টো করে দেখলে, ফোকলোরের যেকোন আইটেমের বহুমাত্রিক প্রক্ষেপণীয় দিক আছে। আপনারা নিশ্চয় ভুলে যাচ্ছেন না যে শুরুতেই আমি বলেছি, ফোকলোরের মানে আছে এবং আলাদা আলাদা পরিবশেনকারীর কাছে এর অর্থ আলাদা আলাদা হতে পারে, আলাদা আলাদা হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন দর্শক-শ্রোতার কাছেও। অন্যদিকে, মানুষের সৃষ্টি সকল প্রকার আর্ট আত্মজীবনীমূলক এবং সকল শিল্পকলাই প্রক্ষেপণীয়। অধিকন্তু, কোনো ব্যক্তিযখন বিশেষ শিল্পকে নিজের মতো

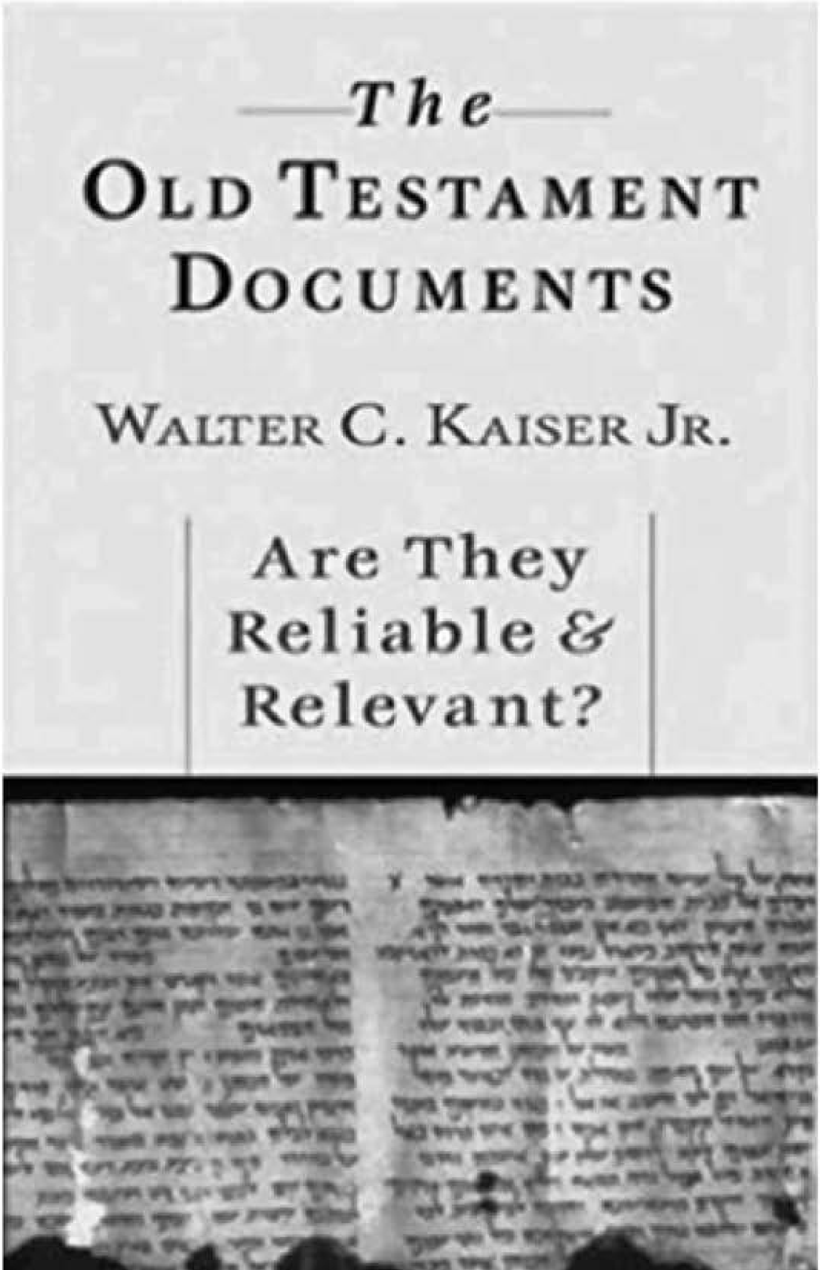

ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর প্রামাণ্য সংকলন

করে বিশ্লেষণ করে, সেই বিশ্লেষণও বিশ্লেষকের আত্মউপলব্ধির প্রক্ষেপণ প্রভাবিত। প্রত্যেক যুগে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী ব্যক্তি সমসাময়িক প্রেক্ষিতের প্রক্ষেপণে স্বাধীনভাবেই কোনো শিল্প, সঙ্গীত বা সাহিত্য নতুনভাবে বিশ্লেষণ করবে।এবং ফোকলোরে এটা ঘটে। এটি এরকম কোনো সাধারণ ব্যাপার নয় যে ফোকলোর প্রক্ষেপণীয় উপাদান ধারণ করে। বরং, আসল ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোনো লোককাহিনী পরিবেশন করেন বা যখন কেউ তা শ্রবন-দর্শন করেন, তিনি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ তাতে প্রয়োগ করেন। এ কারণেই ফোকলোরে প্রক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা করার অর্থ কেবল পঠন বা টেক্সট নিয়ে গবেষণা করা নয়। একটি ফোকলোর আইটেম সম্পর্কে অন্যের কাছে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে গেলে সেই ফোকলোর আইটেম বোঝা ও প্রকাশের সময় প্রক্ষেপণের প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে।

আমি সবশেষে আরেকটি উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই যার মধ্য দিয়ে ফোকলোরের অর্থের বহুমাত্রিকতা, বা প্রক্ষেপণের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে বোঝা সম্ভব হবে। এই পঠনটি আমি পেয়েছি ১৯৬৪ সালে আলাবামার এক কালো পুরুষ তথ্যদাতার কাছ থেকে। "আলাবামার গভর্নর অফ ওয়ালেস মৃত্যুবরণ করলেন এবং স্বর্গে গেলেন। স্বর্গের মুক্তোখচিত ফটক দিয়ে প্রবেশ করে তিনি একটি ঝলমলে প্রসাদের দরোজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন এবং দরোজায় টোকা দিলেন। ভিতর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো, 'কে ওখানে?'। ওয়ালেস বেদনাহত হয়ে মাথা নাড়লেন এবং বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি অন্যপথে যাব'। প্রথমত, আইটেমটি ১৯৬৪ সালের অনেক আগের। এর সাথে মিল আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আরেকটি কৌতুকের, যেখানে অ্যাডলফ হিটলার প্রধান চরিত্র এবং তিনি জিউইশ উচ্চারণে কথা বলা একটি কণ্ঠস্বরের মুখোমুখি হন। সমসাময়িক সংস্করণে প্রক্ষেপণীয় উপাদানের মধ্যে ইচ্ছামূলক চিন্তার (ওয়ালেস মরুক এবং নরকে যাক) প্রভাব আছে। ওয়ালেসের নাটকীয়ভাবে ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামার ফটকে দাঁড়িয়ে থেকে কালো শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে এই আইটেমে (যেহেতু এই প্রেক্ষাপট নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কালো তথ্যদাতা তথ্যটি পরিবেশন করছেন একজন সাদা ফোকলোরিস্টের নিকট)। তবে, এই কৌতুক কালোদের প্রক্ষেপণ দিয়েই কেবল প্রভাবিত নয়, সাদাদের প্রক্ষেপণও এতে আছে। একজন সাদা ব্যক্তি কি বুঝবেন যখন তিনি 'কে ওখানে?' সংলাপটি শুনবেন? পরিষ্কারভাবে তিনি বুঝতে পারবেন যে স্বর্গের প্রসাদের ভেতরে দরোজার ওপারে একজন নিগ্রো কথা বলছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবশ্য নিগ্রো কণ্ঠের পরিচয় ভিন্ন হতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন — ইশ্বর নিজেই সেখানে কথা বলছেন, কেউ ভাবতে পারেন — কথা বলছেন সেইন্ট পিটার। অল্পকিছু ব্যক্তি ভাবেন যে, তিনি স্বর্গের পাহারাদার, অথবা কোনো গৃহভৃত্য। কৌতুকটিতে কিন্তু এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। আমি বলতে চাই যে, কণ্ঠস্বরটি কার সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারী তার নিজস্ব প্রক্ষেপণ মোতাবেক দিতে পারেন। কয়েকজন সাদা মানুষ দাবি করেছেন যে তারা এই কৌতুকটিকে এভাবে বুঝেছেন —

ইন্টারপ্রেটিং ফোকলোরের মূল রচয়িতা অ্যালান ডান্ডেস

স্বর্গীয় জগৎ নিগ্রোদের সাথে একাত্ম হয়েছে এবং নিগ্রোরা পুরো স্বর্গের "নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিয়েছে"। এসবের কোনকিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না, যেহেতু কৌতুকটিতে সরাসরি কিছু স্পষ্ট বলা নেই। কিন্তু, এটি সাংকেতিক ভাষাবিদ্যার দিক থেকে একটি বিস্তারিত কৌতুকের অংশবিশেষ, একটি সেমিওটিক কৌতুক। ফোকলোর প্রক্ষেপণীয় উপকরণ নয়, তবে এতে প্রক্ষেপণ অনুমোদিত, হয়তো ফোকলোরে প্রক্ষেপণ এখনো ততোটা উৎসাহ পায় না, কিন্তু, যিনি ফোকলোর প্রয়োগ করে যোগাযোগ স্থাপন করছেন তার দিক থেকে প্রক্ষেপণ থাকবেই। আসলে, আমি এই বিতর্কে জড়াতে চাই যে, যদি ফোকলোর খোলাবাজারে সামাজিকভাবে (পণ্ডিতদের দ্বারা) অনুমোদিত প্রক্ষেপণের কারবার না করতে পারে, ফোকলোর পুরোপুরি অস্তিত্বহীন হবে। ফোকলোরিস্টিক্স এর সমস্যা হলো, আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার ফোকলোরের উপর আরও হাজার হাজার ফোকলোর ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হলেও — ভেবে দেখুন, কতো কতো লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, এবং উপকথা ছাপানো হয়েছে — সাংকেতিক ভাষার পঠনসমূহের প্রক্ষেপণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং পরিণতিতে আমরা 'লোর' (সংস্কৃতি/প্রকাশ/গাথা/উপাদান ইত্যাদি) ঘাড়ে নিয়ে পথচলা অব্যাহত রেখেছি, 'ফোক' অর্থাৎ 'লোক' ওরফে 'মানুষ' এর রেফারেন্স ছাড়াই।

যদি ফোকলোরীয় বিষয় উপলব্ধি করা বা ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ার সাথে প্রক্ষেপণও সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে আবশ্যিকভাবে ফোকলোরীয় জ্ঞানচর্চায় প্রক্ষেপণের নানাদিক থাকবে। কোনো ফোকলোরবিদ একটি ফোকলোর থেকে অর্থ উদ্ধার করেছেন বলে

অনুবাদক নূরুননবী শান্ত

যতোই দাবি করুন, এর মধ্যে নির্দিষ্ট জাতিগত (ন্যাশনাল) বৈশিষ্টপ্রসূত প্রবণতার প্রভাব থাকার সম্ভাবনা থাকেই, যেমনটা প্রশ্নাতীতভাবে থাকে বিশেষ অর্থ টেনে বের করার প্রতি ব্যক্তি ফোকলোরিস্টের পক্ষপাতিত্ব। অতএব, এই যে আমি বক্ষমান আলোচনায় দেখাচ্ছি যে, ফোকলোরীয় ফন্টাসিতে ব্যক্তিগত প্রক্ষেপণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, এতেও (আমার) ব্যক্তিগত প্রক্ষেপণ রয়েছে। তবুও, যদি স্বপ্নের মধ্যে সত্য থাকে, তাহলে স্বপ্নের (কল্পনা) ভেতরেও স্বপ্নের সত্য থাকে। সুতরাং, চিহ্নিত মোটিফ নম্বরের তালিকা প্রণয়ন বা ফোকলোরিস্টিক আলাপকে চমকপ্রদভাবে শ্রেণিবিন্যাস করার প্রচেষ্টার বিপরীতে ফোকলোরকে প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার বিষয়ে আমার ব্যক্তিগতপ্রয়োজনীয়তা যাইহোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি, সর্বপরি ফোকলোরকে প্রক্ষেপণীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচনা না করার পেছনে কিছু বিষয়ভিত্তিক ন্যায্যতা আছে বটে।

দড়ি লাফানোর ছড়া, নার্সারি রাইমস, রূপকথা বা লোককাহিনী, উপকথা, কৃত্য ইত্যাদির সনির্বাচিত কিছু উদাহরণ অতি ভাসা ভাসাভাবে বিবেচনায় নিয়ে, আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রক্ষেপণ ফোকলোরের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। বিষয় ভাইবোনের খুনসুটি, ইডিপাসীয় বা ইলেক্ট্রাল প্রবণতা, নারীর জননক্ষমতার প্রতি পুরুষের ঈর্ষা, বা বর্ণবাদ – বিষয় যাই হোক না কেন, প্রক্ষেপণেই আছে সমস্যার গভীরে যাবার নির্দোষ রাস্তা। সাংকেতিক ভাষাবিদ্যাকে যদি প্রতীক ও সংকেত এর মৌল বিজ্ঞান হতে হয়, তাহলে একে অবশ্যই ফ্যান্টাসিকে ফ্যান্টাসি হিসেবে বিশ্লেষণ

করতে পারতে হবে, অর্থাৎ, প্রক্ষেপণের আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। মানুষের ক্ষেত্রে, মানুষ এক প্রক্ষেপণ থেকে আরেক প্রক্ষেপণের জন্ম দেয়। ফোকলোর, যদিও *সামষ্টিক* কল্পনা (কালেক্টিভ ফ্যান্টাসি), সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা অতএব ফোকলোর পূরণ করার ক্ষমতা রাখে। আক্ষরিকভাবেই দেখা হোক আর আলঙ্কারিকভাবেই দেখা হোক, এটা রীতি বা আচার-সৃষ্ট উদ্দেশ্যমূলক সংস্কৃতি। যদি প্রক্ষেপণ অন্তর্গত অর্থকে ব্যাখ্যা করে বহিঃস্থ প্রকাশভঙ্গি ব্যাখ্যা করার পথ খুঁজে পাবার উপায় হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের প্রকাশভঙ্গির নিবিড় বিশ্লেষণ থেকে এগুলোর অন্তর্গত অর্থ প্রকাশ করতে মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যায় অবশ্যই প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ। এভাবে মনঃসমীক্ষণমূলক সাংকেতিক ভাষাবিদ্যা একটি ঐন্দ্রজালিক লণ্ঠন (ম্যাজিক লণ্ঠন) হয়ে উঠতে পারে। তাহলে আমরা হয়তো মানুষের মনোজগতের বিস্ময়সমূহ উপভোগ করতে পারবো এবং সেগুলো সম্পর্কিত অব্যাহত গবেষণামূলক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন আলোর পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবো।

তথ্যনির্দেশ

১ রুথ বেনেডিক্ট, "ফোকলোর", *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স*, VI, নিউইয়র্ক, ১৯৩১, পৃ. ২৮৮-৯৩।

২ স্মিথ টম্পসন, *মোটিফ-ইনডেক্স অফ ফোক লিটারেচার*, ৬ খণ্ড। (ব্লুমিংটন, ১৯৫৫ - ৫৮)। আরও বিস্তারিত আলোচনা চানার জন্য পড়ুন ক্লাইড ক্লাখন-এর *Recurrent Themes in Myths and Mythmaking* যা অ্যাল্যান ডান্ডেজ সম্পাদিত *দি স্টাডি অফ ফোকলোর* (ইংলে উডক্লিফ, এস, জে, ১৯৬৫), পৃ. ১৫৮-৬৮, তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ইয়ন-এর ভারসাম্যপূর্ণ বিবরণ পড়ার জন্য দেখুন, টেক্সাস ফোকলোর সোসাইটি XXXIII (ডালাস, ১৯৬৬) উইলসন এম. হাডসনের *দ্য সানি স্লপস অফ লং আগো*-এর "Jung on Myth and the Mythic" রচনাটি, পৃ. ১৮১-৯৭। এছাড়া, গোষ্ঠী-আদর্শের দিক থেকে বোঝার জন্য পড়ে দেখুন ম্যারি লুইৎস ফ্র্যাঞ্জ-এর *এন ইনট্রডাকশন টু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফেয়ারি টেলস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০)।

৩ মেনেবিউন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্যাথরিন লোমালা রচিত *দ্যা মেনেবিউন অফ পলিনেশিয়া এন্ড আদার লিটল পিপল অফ ওশেনিয়া*, বার্নিস পি. বিশপ মিউজিয়াম বুলেটিন ২০৩ (হনলুলু, ১৯৭০)।

৪ ভ্লাদিমির প্রপ, *মিথলজি অফ দ্য ফোকটেল* (অস্টিন, ১৯৬৮)। আমার আত্তীকৃত প্রপ-এর কার্যসমূহ বঝিতে, দেখুন, "ফ্রম এটিক টু এমিক ইউনিটস আন দ্যা স্ট্রাকচালার স্টাডি অফ ফোকলোর", *জার্নাল অফ আমেরিকান ফোকলোর ৭৫ (১৯৬২): ৯৫ — ১০৫*, অ্যালান ডান্ডেস-এর *অ্যানালিটিক এসেইজ ইন ফোকলোর* (দ্য হ্যাগ, ১৯৭৫), পৃ. ৬১ — ৭২ এ পুনর্মুদ্রিত। বর্ণনাত্মক ফোক-এর ভাষাসংকেত বিদ্যাগত গবেষণা-প্রবণতার ঈঙ্গিত বোঝার জন্য দেখুন ক্লড ব্রেমন্ড বিরচিত *Logique du récit* এবং উইলিয়াম ও হেন্ডরিখস-এর *এসেইজ অন সেমিওলিঙুইস্টিকস এন্ড ভার্বাল আর্টস*, অ্যাপ্রচেস টু সেমিওটিকস্ ৩৭ (দ্য হ্যাগ, ১৯৭৩)। কাঠামোবাদের কার্যকর জরিপ-এর জন্য দেখুন রবার্ট স্কলস্-এর *স্ট্রাকচারালিজম ইন লিটারেচার: এন ইন্ট্রডাকশন* (নিউ ব্যাভেন, ১৯৭৪)।

৫ অফিস-কপিয়ার ফোকলোরের নমুনা বোঝার জন্য পড়ুন অ্যালান ডান্ডেজ ও কার্ল আর. প্যাগ্নার বিরচিত *আরবান ফোকলোর ফ্রম দ্য পেপারওয়ার্ক এম্পায়ার* (অস্টিন ১৯৭৫)।

৬ P. Bogatyrev and R. Jakobson, "Die Folklore als besondere From des Schaffens", in *Verzameling van Opstellen Door Oud-Leerlingen en Bevriende Vakgenooten Opgegragen Aan Mrg. Prof. Jos. Schrijnen* (Donum Natalicium Schrijnen) (Nijmegen-Utrecht, 1929), pp. 900 – 913)

৭ প্রক্ষেপণ সম্পর্কে আমার সংজ্ঞার সূত্র: লিওপার্ড বেলাক, "দ্য কনসেপ্ট অফ প্রজেকশন: এন এক্সপেরিমেন্টাল ইভেটিগেশন এন্ড স্টাডি অফ দ্য কনসেপ্ট", *সাইকিয়াট্রি* ৭ (১৯৪৪): ৩৫৪; গার্ডনার লিভজে, *প্রজেক্টিভ টেকনিকস এন্ড ক্রস-কালচারাল রিসার্চ* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬১), পৃ. ২৫ – ৩১; এবং লডউইগ আইডেলবার্গ, ed. *এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সাইকোঅ্যানালিসিস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৮), পৃ. ৩৩১।

৮ জাস্টাস বাচলে(র), ed. *ফিলসফিক্যাল রাইটিং ইন পিয়ার্স* (নিউ ইয়র্ক ১৯৫৫), পৃ. ৮৮।

৯ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *দ্য বেসিক রাইটিংস অফ সিগমুন্ড ফ্রয়েড* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮), পৃ. ১৬৮। দার্শনিক জাঙ (কার্ল জাঙ)-এর বিপরীতে ফ্রয়েডিয় দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট সুবিধা হলো যে এটা (ফ্রয়েড) সাংস্কৃতিক অপেক্ষবাদের সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভাব।

১০ গার্ডনার লিভজে, *প্রজেক্টিভ টেকনিকস এন্ড ক্রস-কালচারাল রিসার্চ* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬১)। প্রজেকশন নিয়ে অনেক নতুন কথা বলা হয়েছে কিন্তু ফোকলোর নিয়ে কিছু বলা হয়নি। দেখুন বার্ট ক্যাপলান-এর "Psychological Themes in Zuni Mythology and Zuni TAT's", *The Psychoanalytic Study of Society 2 (1962): 255 – 63*; Goerge R. Horner, "Folklore as a Psychological Projective System", *The Conch III no. 1,* (March 1971): 3 – 13. See also J. L. Fischer, "The Sociopsychological Analysis of Folktales", *Current Anthropology 4 (1963): 235 – 95,* and the section entitled "The Analysis of Folklore" in Victor Barnouw, *Culture and Personality* (Homewood III., 1963), pp. 301 – 24. One of the best study of the projective aspects of folklore is Melville Jakobs, *The Content and Style of an Oral Literature* (Chicago, 1959).

১১ এটি একটি আদর্শ দড়ি লাফানোর ছড়া। "Fudge, dudge"-এর ডজনখানেক সংস্করণ-এর জন্য দেখুন, রজার ডি. আব্রাহাম, *জাম্প রোপ রিদম: অ্যা ডিকশনারি* (অস্টিন, ১৯৬৯), পৃ. ৫১, # ১৪৮। ভাইবোনের খুনসুটিমূলক আরও কিছু দড়ি লাফানোর ছড়া সম্পর্কে জানতে, দেখুন, আব্রাহামের এই গ্রন্থের পৃ. ৭৯ – ৮০, #২২৪ "I had a little brother"; এই পঙক্তির ভার্ব (ক্রিয়াবাচক শব্দ)-এর টেন্স (কাল) লক্ষ্য করুন, বুঝবেন যে, ঝগড়ার আবহ তৈরি করতেই এই টেন্স ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১২ ফোকলোরের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করেছিলেন ফ্র্যানৃজ রিকলিন, *Wishfulfulment and Symbolism in Fairy Tales* (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৫)

১৩ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *অ্যা জেনারেল ইনট্রডাকশন টু সাইকো-অ্যানালিসিস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩) পৃ. ১৭০

১৪ রূপকথার ধরন বা tale type জানার জন্য পড়ুন স্টিথ টম্পসন, *দ্য টাইপস অফ দ্য ফোকলোর,* এফএফসি ১৮৪ (হেলসিংকি, ১৯৬১)। জ্যাক ও শিমের গাছ শীর্ষক গল্পটি টেল টাইপ ৩২৮-এর মধ্যে পড়ে। বালকটি দানবের সম্পদ চুরি করে।

১৫ এই গল্পের বিস্তারিত মনঃসমীক্ষণিক বিশ্লেষণ জানতে পড়ুন, অ্যালান ডান্ডেস, *দ্যা স্টাডি অফ ফোকলোর* (ইংলেউড ক্লিফস, ১৯৬৫), পৃ. ১০৭ – ১৩)।

১৬ মোটিফ নম্বর নেওয়া হয়েছে স্টিথ টম্পসন, *মোটিফ ইনডেক্স অফ ফোক লিটারেচার,* ৬ খণ্ড।

(ব্লুমিংটন, ১৯৫৫ – ৫৮)। (আদি) পিতা-মাতার আলাদা হয়ে যাওয়া এই মোটিফের অন্তর্ভুক্ত, A৬২৫, রেইজিং অফ দ্য স্কাই বা আসমানের উত্থান।

১৭ হেনরি ন্যাশ স্মিথ, *ভার্জিন ল্যান্ড: দ্য আমেরিকান ওয়েস্ট অ্যাজ সিম্বল এন্ড মিথ* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭)।

১৮ জর্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধীয় প্রচলতি উপকথা সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে দেখুন, অ্যালান ডান্ডেস-এর "অন দ্য সাইকলজি অফ লিজেন্ড"-এর ওয়েল্যান্ড হ্যান্ড সংস্করণ; এবং *আমেরিকান ফোক লিজেন্ড: একটি সিম্পোজিয়াম* (বার্কলে ও লস এঞ্জেলেস, ১৯৭১), পৃ. ২৬ – ২৯।

১৯ ড. ডোনাল্ড এইচ. স্ট্যানফোর্ড-এর প্রতি অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞ, কেননা, তিনিই প্রথম চাঁদে অবতরণের সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। প্রখ্যাত মনঃরোগ বিশেষজ্ঞ ড. স্ট্যানফোর্ডের দুজন রোগী ছিলেন। তারা দুজনেই সমকামী, যদিও সমকামীতার ব্যাপারটা তারা গোপন রেখেছিলেন। তো, তারা দুজনেই চন্দ্রে অবতরণের ঘটনা টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করার পর মারাত্মক মনঃবৈকল্যের শিকার হন। ড. স্ট্যানফোর্ড আমাকে প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব দেন চন্দ্র সম্পর্কিত সমস্ত পৌরাণিক ও ফোকলোরীয় অনুসঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে। কাজ শেষ করে আমি যখন ড. স্ট্যানফোর্ডের সাথে আলোচনায় বসলাম, তখন বুঝতে পারলাম, চন্দ্রাভিযানের সাথে সম্পৃক্ত ফোকলোরীয় উপাদানসমূহের প্রভাব কেবল তাঁর রোগীদের উপরেই নয় সকল সাধারণ আমেরিকানের উপরেও আছে। চন্দ্রাভিযানের অপরাপর ব্যাখা জানার জন্য পড়ুন, জোসেফ ক্যাম্পবেল-এর *মিথ্স টু লিভ বাই* গ্রন্থের "দ্য মুন ওয়াক – দ্য আউটওয়ার্ড জার্নি" (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২), পৃ. ২৩৩ – ৪৯; এবং ইয়ান আই মিট্রফ-এর *দ্য সাবজেক্টিভ সাইড অফ সায়েন্স: অ্যা ফিলসফিক্যাল ইনকয়ারি ইনটু দ্য সাইকলজি অফ দ্য অ্যাপোলো মুন সায়েন্টিস্টস্* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪)।

২০ জনাব কক্সের গবেষণা জানার জন্য, পড়ুন *সিনডারেলা,* ম্যারিয়ান রওয়াল্ফ কক্স, ফোকলোর সোসাইটি XXXI (লন্ডন, ১৮৯২)। কতগুলো সংস্করণে কাচের জুতোর উল্লেখ আছে সেই সংখ্যা জানতে এবং *vair* সম্পর্কিত আলোচনা পড়তে দেখুন কক্স, পৃ. ৫০৬। *vair* বিষয়ে প্রাথ মিক ধারণা পেতে পড়ুন ডব্লিউ. আর. এস. রল্সটন-এর "সিন্ডারেলা", *নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি*, ৬ (১৮৭৯): ৮৩২ – ৫৩।

২১ এই ছড়াটি আইনা ও পিটার অপি প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *দ্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ নার্সারি রাইমস্* (অক্সফোর্ড, ১৯৫৯)-এর ১০৮ নম্বর ছড়া (পৃ. ১২৮ – ২৯)। একই গ্রন্থের ৫৪৬ নম্বর ছড়া *The old woman who lived in a shoe* (পৃ. ৪৩৪ – ৩৫)। রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও অপি প্রতীকীবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কেননা, তিনি লিখেছেন, "বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত একজন নারীর ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতীক এই জুতো"। একইভাবে, সুইডিশ ফোকলোরবিদ আনা বির্গিটা রুথ (Anna Birgitta Rooth) তাঁর সিন্ডারেলার আধুনিক পাঠে "জুতো যৌনতার প্রতীক" বলেছেন। দেখুন, রুথ, *দ্য সিন্ডারেলা সাইকেল,* (লুন্ড, ১৯৫১), পৃ. ১০৪ – ০৫)। জুতো সম্পর্কে আরও ফোকলোরীয় তথ্য পেতে পড়ুন পল সার্তোরি রচিত "Der Schuh im Volksglauben", *Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde* ৪ (১৯৯৪): ৪১ – ৫৪; ১৪৮ – ৮০; ২৮২ – ৩০৫; ৪১৪ – ২৭; জেমস এফ. ক্রম্বি রচিত "বিবাহ-আসরে জুতো ছোড়াছুড়ি" (Shoe-throwing at Weddings), *ফোকলোর* ৬ (১৮৯৫): পৃ. ২৫৮ – ৮১। জুতোর যৌন-কামনামূলক প্রতীকী ব্যাখ্যা জানতে পড়ুন, রজার গুডল্যান্ড-এর *অ্যা বিবলিওগ্রাফি অফ সেক্সুয়াল রাইটস (কৃত্য) ও কাস্টমস (প্রথা)* গ্রন্থের "Shoe, Symbolism of" পড়ুন (লন্ডন, ১৯৩১), পৃ. ৭৩৯।

২২ মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মৃতদেহ নিরীক্ষা সংক্রান্ত উপকথা এবং বুড়িমা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী উপকথা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েল্যান্ড হ্যান্ড সম্পাদিত *আমেরিকান ফোক লিজেন্ড* গ্রন্থে

ডান্ডেস-এর রচনা *অন দ্য সাইকলজি অফ লিজেন্ড*, পৃ. ৩১ — ৩৬।

২৩ এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা জানতে দেখুন অ্যালান ডান্ডেস সম্পাদিত *মাদার উইট ফ্রম দ্যা লাফিং ব্যারেল: রিডিংস ইন দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ আফ্রো-আমেরিকান ফোকলোর* গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত এলড্রিজ ক্লিভারের "অ্যাজ ক্রিংকলি অ্যাজ ইওরস্" (ইংগ্রেউড ক্লিফস্) পৃ. ৯ — ২১।

২৪ রোয়াল্ড দেই, *চার্লি এন্ড দ্য চকোলেট ফ্যাক্টরি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪) পৃ. ৭২ — ৭৬।

২৫ আমি সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আর্থার আশা বার্জারের নিকট কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি পরামার্শ দিয়েছিলেন যে **স্টার ট্রেক**কে আমেরিকান মূল্যবোধের প্রক্ষেপণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। **স্টার ট্রেক** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন ডেভিড জেরল্ড-এর *দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য স্টার ট্রেক* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩)। এই যুক্তি দেখানো যেতেই পারে যে **স্টার ট্রেক** ক্রুরা নিতান্ত আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করছে না, তারা তো পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু, পৃথিবী যেন এথনোসেন্ট্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত, যেমনটা বেজবলের "ওয়ার্ল্ড সিরিজ" চ্যাম্পিয়নশিপ-এর "ওয়ার্ল্ড" আমেরিকার (একজন কানাডিয়ানসহ) এক্তিয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২৬ অটো র‍্যাঙ্ক, *দ্য মিথ অফ দ্য বার্থ অফ দ্যা হিরো* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯), পৃ. ৮১

২৭ সিগমন্ড ফ্রয়েড, *বক্তৃতা সংকলন* ৩ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯), পৃ. ৪৪৯। টার্মিনলজি নিয়ে কোন বিতর্কে জড়াবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার ধারণা মনোবিজ্ঞানিরা বিভিন্ন রকম প্রক্ষেপণের যথেষ্ট শ্রেণিবিন্যাস করেননি। বহিস্থ প্রক্ষেপণের পূর্বেই (মনের) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় — এরকম পরিস্থিতি বোঝাতে মনোবিজ্ঞানি বেল্লাক 'উল্টো প্রক্ষেপণ' টার্মটি প্রক্ষেপণের উপশ্রেণি হিসেবে প্রয়োগ করেন। এভাবে, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' হয়ে যায় 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি' এবং প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় 'আমি তাকে ঘৃণা করি' হয়ে যায় 'সে আমাকে ঘৃণা করে'। দেখুন, গার্ডনার লিন্ডজে, *প্রজেক্টিভ টেকনিকস এন্ড ক্রস-কালচারাল রিসার্স*, পৃ. ২৯ — ৩০।

২৮ *দ্য মিথ অফ দ্য বার্থ অফ দ্য হিরো*, পৃ. ৮০

২৯ কার্ল ডার্লিং বাক, *অ্যা ডিকশনারি অফ সিলেক্টেড সিননিমস ইন দ্য প্রিনসিপাল ইন্দো-ইউরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস* (শিকাগো, ১৯৪৯), পৃ. ১০৩।

৩০ হাতি বিষয়ক কৌতুকগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ জানতে, পড়ুন, রজার ডি. আব্রাহাম ও অ্যালান ডান্ডেস রচিত "অন এলিফ্যান্টাসি এন্ড এলিফ্যান্টিসাইড", *সাইকোএনালিটিক রিভিউ* ৫৬ (১৯৬৯): ২২৫ — ৪১, ডান্ডেসের *এনালিটিক এসেইজ ইন ফোকলোর* এ পুনর্মুদ্রিত (পৃ. ১৯২ — ২০৫)। ঘটনাচক্রে, ফোকলোরীয় প্রক্ষেপণে ঘটিত মেটাফোরের আক্ষরিক অর্থকরণ "রঙ" বিষয়ক নাটুকেপনার আরেকটি উদাহরণ।

৩১ পল বয়সাক, "পোয়েটিক্স ইন দ্য লায়ন'স ডেন: দ্য সার্কাস অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যা টেক্সট", *মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ নোট্স* ৮৬ (১৯৭১): ১৫৭ — ৬২। বয়সাকের অন্যান্য প্রবন্ধ পড়তে দেখুন "Pour une semiotique du cirque", *সেমিওটিকা* ৩ (১৯৭০): ৯৩ — ১২০; অন জাগলারস এন্ড ম্যাজিশিয়ানস: সাম আসপেক্টস অফ দ্য সিমানটিকস অফ সার্কাস পারফমেন্সেস", *জার্নাল অফ সিম্বলিক অ্যানথ্রপলজি* ১ (১৯৭৩): ১২৭ — ৪৫।

৩২ উজামলাল কাঠোরি-এর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, "দ্য এনিমেলস এন্ড দেয়ার সিম্বলিক মিনিংস", *আমেরিকান ইমাজো* ১৯ (১৯৬২): ১৫৭ — ৬২, যেটা পড়লে কিছুটা সরলীকৃত ও অতিরিক্ত ডকট্রিনারি মনে হয়। আমেরিকান রোডেও(গবাদি পশু একত্রিত করা)কে তিনি পশুদের (ঘোড়া, ষাড়) ইদ (ইদম)-এর বিপরীতে উপর কাউবয়ের ইগো হিসেবে দেখেন। সার্কাসের পশুর খেলার প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেও তিনি মাস্টার (মানুষ)-এর ইগো হিসেবে দেখেন পশুর ইদ (ইদম)-এর বিপরীতে। যাইহোক,

কাঠোরি কর্তৃক রোডেও ও সার্কাসের কার্যকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের প্রক্ষেপণ হিসেবে দেখা আমাকে দারুনভাবে উদ্দীপিত করেছে বয়সাক-এর তথ্য বিশ্লেষণ করতে।

৩৩ জন এম. ইনগাম, "দ্য বুলফাইটার: অ্যা স্টাডি ইন সেক্সুয়াল ডায়ালেকটিক", *আমেরিকান ইমাজো* ২১ (তাইপে, ১৯৬৪): ৯৫ – ১০২।

৩৪ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে বুঝতে দেখুন, আর্চার টেইলরের *দ্য সাংহাই জেসচার এফএফসি* ১৬৬ (হেলসিঙ্কি, ১৯৫৬), যা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল *কম্পেয়ারেটিভ স্টাডি ইন ফোকলোর: এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকা* গ্রন্থে (তাইপে, ১৯৭২), পৃ. ২৯৩ – ৩৬৬।

৩৫ এডওয়ার্ড স্যাগারিন, *দ্যা এনাটমি অফ ডার্টি ওয়ার্ডস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২), পৃ ১৪৩। অ্যালেন ওয়াকার রিড-এর প্রবন্ধ "এন অবসিনিটি সিম্বল" এ এ ধরনের শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ সম্ভব।প্রবন্ধটি আছে *আমেরিকান স্পিচ* ৯ (১৯৩৪): পৃ. ২৬৪ – ৭৮-এ আছে। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সাইকোএনালিসিস* ৩৫ (১৯৫৪): পৃ. ৩০ – ৫৬ এ লিও স্টোন-এর "অন দ্য প্রিনসিপাল অবসিন ওয়ার্ডস আন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ" পড়ুন। যদি আমি স্টোন-এর মতো অনুমানের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রবণতাসম্পন্ন হতাম, আমি বলতাম যে *masculine* শব্দের *cul* ল্যাটিন শব্দ *culus* সাথে সম্পর্কযুক্ত,-এর অর্থ পাছা, এই ইঙ্গিত করে যে, অর্থাৎ, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক, একজন নিজের গুহ্যদ্বার সম্পূর্ণ সুরক্ষা করতে না পারা বালকের বিপরীতে, অপর সমকামী পুরুষদের ফ্যালিক আক্রমন থেকে নিজের পাছা সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে। নিজের পৌরুষ প্রমাণের ভূমধ্য সাগরীয় প্রথা হিসেবে তার্কিশ উদাহরণ জানতে পড়ুন অ্যালান ডান্ডেস, জেরি ডব্লিই লিচ ও বোরা অজককের "দ্য স্ট্রাটেজি অফ তার্কিশ বয়েজ' ভার্বাল ডুইয়েলিং রাইমস", *জার্নাল অফ আমেরিকান ফোকলোর* ৮৩ (১৯৭০): ৩২৫ ৩৯।

৩৬ ক্লিফোর্ড গ্রিজ, "ডিপ প্লে: বালিনীয় মোরগ লড়াই সম্পর্কে", *ডিডেলাস* ১০১ (১৯৭২): ১ – ৩৭, পুনর্মুদ্রন, গ্রিজের *দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ কালচারস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩), পৃ. ৪১২ – ৫৩।

৩৭ *gin* বা লাগাম শব্দের আরেকটি অর্থ ফাঁদ বা জাল। তার মানে, ভার্জিন-এর আক্ষরিক মানে "পুরুষ ধরার ফাঁদ'! যেকোন পরিস্থিতিতে *virgin* বা *virago* শব্দগুলি এই সংকেত বহন করে যে একটি মেয়ে পুরুষকে তার মৌলিক রেফারেন্স কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে।